POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ
وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫
وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ

‘এবং তোমরা যে কোন পুণ্যকর্ম কর আল্লাহ উহা জানেন। এবং তোমরা পাথেয় লইও, স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্‌র তাকওয়া হইতেছে সর্বোত্তম পাথেয়। অতএব, হে বুদ্ধিমান লোকসকল! তোমরা একমাত্র আমার তাকওয়া অবলম্বন কর।’

(আল-বাকারা: ১৯৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 27
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 5 জুলাই , 2018 20 শওয়াল 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা’লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের ‘আমাদের শিক্ষা ’ অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-এর মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং কাশ্মীরের শ্রীনগরে খানইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। খোদাতালা তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ কুরআন শরীফে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন।

‘কিশতিয়ে নূহ’ পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতালা তোমাদের নিকট যাহা চান তাহা এই, যেন তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ এক, মুহাম্মদ (সা.) নবী এবং খাতামাল আম্বীয়া ও সকল নবী হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রতিচ্ছায়ারূপে মুহাম্মদীয়াতের চাদর যাহাকে পরানো হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কোন নবী তাঁহার পরে আসিবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কান্ড হইতে পৃথক নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি আপন প্রভুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলীন হইয়া খোদাতালার নিকট হইতে নবী উপাধি লাভ করেন, সেই ব্যক্তি খতমে নবুয়তে ব্যতিক্রম ঘটায় না। যেমন তুমি আয়নাতে নিজের আকৃতি দেখিলে দুইটি পৃথক সত্তা হইয়া যাও না, দেখিতে দুইজন মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে একজনই থাকে; প্রভেদ মাত্র আসল ও প্রতিবিম্বের। সুতরাং খোদাতালা মসীহে মাওউদের বেলায় এইরূপই ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহাই আঁ হযরত (সা.)-এর এই কথার তাৎপর্য্য যে- ‘মসীহে মাওউদ আমার কবরে সমাহিত হইবেন’। অর্থাৎ তিনি আমিই, তিনি এবং আমি এক ও অভিন্ন। তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-এর মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং কাশ্মীরের শ্রীনগরে খানইয়ার মহল্লায়* তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। খোদাতালা তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ কুরআন শরীফে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন। যদি সেই সকল আয়াতের অর্থ (মৃত্যু ছাড়া) অন্য কিছু করা হয় তাহা হইলে কুরআনে ঈসা ইবনে মরিয়মের মৃত্যু সংবাদ কোথায় দেওয়া হইয়াছে? মৃত্যু সম্বন্ধে যে সকল আয়াত আছে, আমার বিরুদ্ধবাদীগণের মতে সেগুলির যদি অন্য অর্থ হয়, তাহা হইলে মনে হয় কুরআন তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কোথাও উল্লেখ করে নাই যে, তাঁহাকে কখনও মরিতে হইবে কি না! খোদাতালা আমাদের নবী (সা.)-এর মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন কিন্তু সমস্ত কুরআনে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংবাদ দেন নাই। ইহার তাৎপর্য কি? যদি বলা হয় যে, এই আয়াতে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হইয়াছে فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ (সূরা মায়েদা ঃ ১১৮ আয়াত) তাহা হইলে এই আয়াত তো পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিতেছে যে, খৃষ্টানদিগের পথভ্রষ্ট হইবার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন পক্ষান্তরে যদি فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ আয়াতের এই অর্থ করা হয় যে, ঈসা (আ.)-কে সশরীরে আকাশে উত্তোলন করা হইয়াছে তাহা হইলে কেন খোদাতালা এইরূপ ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ সমস্ত কুরআনে কোথাও উল্লেখ করেন নাই, যাহার জীবিত থাকার বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে? ইহা এইরূপই বুঝায় যেন খোদাতালা মানবকে মুশরেক ও বেদীন করিবার উদ্দেশ্যে ঈসা (আ.)-কে জীবিত থাকিতে দিয়াছেন। ইহা যেন মানুষের ভুল নয় বরং খোদাতালা স্বয়ং তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য এই সমস্ত ব্যাপার ঘটাইয়াছেন। বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবে যে, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ছাড়া ক্রুশীয় সতবাদের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে না। এমতাবস্থায় কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁহাকে জীবিত মনে করায় কি লাভ? তাহাকে মরিতে দাও, যেন ইসলাম ধর্ম জীবিত হয়।

খোদাতালা স্বীয় বাক্য দ্বারা মসীহ্‌র মৃত্যুর কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহ (সা.) মে’রাজের রাত্রে অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের সাথে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। এখনও কি তোমরা বিশ্বাস করিতে চাহ না? ইহা কিরূপ ঈমান! তোমরা কি মানুষের প্রবাদকে খোদাতালার বাণীর উপর স্থান দিতে চাও? ইহা তোমাদের কি রকম ধর্ম?* আমাদের রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ঈসা (আ.)-কে মৃত আত্মাদিগের মধ্যে দেখিবার সম্বন্ধে শুধু সাক্ষ্যই দেন নাই, বরং নিজে মৃত্যুবরণ করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বেকার কোন মানুষই জীবিত নাই। সুতরাং ইহার বিপরীত বিশ্বাস দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ যেমন কুরআনকে বর্জন করিতেছে, তদ্রুপ সুন্নতকেও পরিত্যাগ করিতেছে। কারণ মৃত্যুবরণ করা আমাদের নবী করীম (সা.)-এর সুন্নত। যদি ঈসা (আ.) জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের রসূল (সা.) এর সম্মানের হানি হইত। অতএব, যে পর্যন্ত তোমরা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী না হও, সে পর্যন্ত না তোমরা সুন্নতপন্থী না কুরআনপন্থী। আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদা অস্বীকার করি না। যদিও খোদাতালা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, মুহাম্মদী মসীহ্‌ মূসায়ী মসীহ্‌ হইতে শ্রেষ্ঠ, তবু আমি হযরত ঈসা (আ.)-কে অতিশয় সম্মান করি কেননা, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া আমি ইসলামের খাতামুল খোলাফা, যেরূপ মসীহ্‌ ইবনে মরিয়ম ইসরাঈলী সিলসিলার জন্য খাতামুল খোলাফা ছিলেন। ইবনে মরিয়ম মূসা (আ.)-এর সিলসিলায় প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ছিলেন এবং মুহাম্মদী সিলসিলায় আমি প্রতিশ্রুত মসীহ। আমি ঈসা (আ.)-এর নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং আমি তাঁহাকে সম্মান করি। সেই ব্যক্তি অতি পাপিষ্ঠ এবং মিথ্যাবাদী, যে বলে আমি মসীহ্‌ ইবনে মরীয়মের সম্মান করি না। শুধু মসীহ্‌ কেন, বরং আমি তাঁহার চারি ভাইদেরকেও সম্মান করি।*

কারণঃ- তাঁহার পাঁচ ভাই একই মায়ের সন্তান। শুধু তাহারাই নয়, আমি তাঁহার দুই বোনকেও পবিত্রাত্মা বলিয়া মনে করি কারণ এই সব সম্মানীতাগণ, সাধ্বী কুমারী মরীয়মের গর্ভজাত। হযরত মরীয়মের এই নৈতিক উৎকর্ষ ছিল যে, তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ কুমারীব্রত পালন করিয়া সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের বিশেষ অনুরোধে নিজ গর্ভ-সঞ্চারের কারণে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারে যে, তওরাতের শিক্ষার বিপরীত গর্ভাবস্থায় তিনি কেন বিবাহ করিলেন, চিরকুমারী থাকিবার ব্রত

এরপর ১৪ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

কাদিয়ানে নাযারত ইশা'ত D.T.P সেন্টারে কম্পিউটার অপারেটার চাই।

(নোট: এই ঘোষণা কেবল লাজনাদের জন্য)

D.T.P সেন্টার নাযারত নশর ইশা'ত অফিসে শূন্যপদে বিভাগীয় কাজের জন্য কম্পিউটার অপারেটার (লেডিস) নিয়োগ করা হবে। প্রত্যাশী লাজনারা ফর্ম নাযারত দিওয়ান থেকে সংগ্রহ করে পূর্ণ করার পর আবেদনপত্র এবং যাবতীয় সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত অনুলিপির সঙ্গে আমীর/সদর লাজনার অনুমোদন সহকারে দুই মাসের মধ্যে অফিসে পাঠিয়ে দিন। জাযাকুমুল্লাহ॥

শর্তাবলী:

(১) প্রত্যাশীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক (দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ) হওয়া বাঞ্ছনীয়। হিন্দি, উর্দু লিখতে এবং পড়তে জানা থাকা আবশ্যক। (২) কম্পিউটার সাইন্সে ডিপ্লোমা থাকতে হবে। (৩) In-Page, MS-Word, In-Design সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে। (৪) হিন্দি, উর্দু টাইপিং-এ দক্ষতা আবশ্যক এবং সঙ্গে কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা। (৫) টাইপিং কি-বোর্ড না দেখে টাইপিং করতে হবে আর ঘন্টায় কমপক্ষে ৩০০ শব্দ টাইপ করার গতি থাকা কাম্য। (৬) হিন্দি টাইপিং In-Design সফ্টওয়ারে Chanakya Unicode Font-টাইপিং -এর জ্ঞান থাকতে হবে। অনুরূপভাবে উর্দু টাইপিং In-Page সফ্ট ওয়ারে করতে হবে। (৭) ওয়াকফে যিন্দগী এবং ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যাশীরা নিজেদের রেফারেন্স মঞ্জুরী নম্বরও আবেদন পত্রে লিখতে ভুলবেন না। (৮) আবেদনে নিজের পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের অনুমোদনের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক। (৯) প্রত্যাশীকে ইন্টারভিউয়ের তারিখ সম্পর্কে পরে জানানো হবে। এছাড়াও ইন্টারভিউয়ের জন্য কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ প্রত্যাশীতে নিজে বহন করতে হবে। (১০) কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা প্রত্যাশীকে নিজেকে করতে হবে।

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানে ড্রাইভার হিসেবে খিদমতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানে ড্রাইভারের শূন্যপদ পুরণ করা হবে। ড্রাইভারের খিদমতের জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিজেদের আবেদনপত্র দুই মাসের মধ্যে নাযারাত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় পাঠাতে পারেন।

শর্তাবলী:

(১) প্রত্যাশীর কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। (২) প্রত্যাশীর শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই। (৩) প্রত্যাশীর জন্ম প্রমাণপত্র পেশ করা আবশ্যক। (৪) সেই ড্রাইভারকেই খিদমতের জন্য নির্বাচন করা হবে যে নুর হাসপাতাল থেতে মেডিক্যাল ফিটনেস সার্টিফিকেট অনুসারে সুস্থ হিসেবে উত্তীর্ণ হবে। (৬) প্রত্যাশী ড্রাইভারকে দ্বিতীয় শ্রেণীর এলাউন্স এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। (৭) কাদিয়ানে যাতায়াতের খরচ প্রত্যাশীর নিজের হবে। (৮) প্রত্যাশীর নির্বাচন হওয়ার পরিস্থিতিতে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(নোট: নাযারত দিওয়ান থেকে নির্দিষ্ট আবেদন পত্র সংগ্রহ করুন। আবেদন পত্র পুরণ হয়ে আসার পর সেই অনুসারে কার্য ক্রিয়ান্বিত হবে।)

(নাযির দিওয়ান, কাদিয়ান)

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন-
নাযারত দিওয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান
মোবাইল: 09815433760 অফিস: 01872-501130
E-Mail: nazaratdiwanqdn@gmail.com

ইমামের বাণী

"যে বেদনায় খোদা সন্তুষ্ট হন তা সেই সুখ সম্ভোগ থেকে উত্তম, যার ফলে খোদা অসন্তুষ্ট হন। "

(আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় খলীফা ও বর্তমান ইমাম পাকিস্তানের সিয়ালকোটে অবস্থিত আহমদীয়া মসজিদে হামলার প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেছেন, আহমদী মুসলমানরা সকল প্রকার উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড ও অবিচারের উত্তরে দোয়া ও শান্তিপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখবে। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বনেতা ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) পাকিস্তানের সিয়ালকোটে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একটি মসজিদ এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত একটি ঐতিহাসিক বাড়িকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে স্থানীয় প্রশাসন ও মোল্লাদের যোগসাজেশে কয়েকশ জনতার এহেন আক্রমণের প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছেন।

লন্ডনে অবস্থিত বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদানকৃত শুক্রবারের জুমুআর খুতবায় হুযূর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এই হামলার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, যারা মসজিদে আক্রমণ করেছে তারা ইসলামের প্রতিরক্ষার দাবি করলেও বস্তুত তাদের কর্মকাণ্ড ছিল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী যা আল্লাহ্‌র ঘর অর্থাৎ মসজিদের পবিত্রতা লঙ্ঘন করে। তিনি (আই.) বলেন, আক্রমণটি পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল এবং পাকিস্তানে অবস্থিত অন্যান্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদগুলোও আজ আক্রমণের ঝুঁকির সম্মুখীন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আরো কতিপয় মসজিদ ধ্বংস করার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি ঘোষণাটি দিয়েছেন তিনি নিজেকে কুরআনের হাফেয বলে দাবি করেন, যে কিনা পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুত এই ব্যক্তি শুধুমাত্র নামেই একজন হাফেয কেননা তিনি পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।"

পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের যে মহিলা সদস্য উন্মুক্ত কণ্ঠে সিয়ালকোট মসজিদ আক্রমণের প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছেন, হুযূর (আই.) বিশেষভাবে তার এবং যে সব পাকিস্তানী এই হামলার প্রতিবাদে নিন্দা জানিয়েছেন তাদের সবার প্রশংসা করেছেন।

হুযূর (আই.) আরো উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানে যারা আহমদীয়া মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার সাহস দেখিয়েছেন অনিবার্যভাবে তারা হুমকি এবং নানা রকম ভয়-ভীতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এমনকি প্রায়ই আহমদী মুসলমানদের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহারে বাধ্য করা হচ্ছে কিংবা পেশাগত দিক থেকেও তারা ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছেন।

পাকিস্তানে সর্বশেষ হামলার প্রতিক্রিয়ায়আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের শান্তিপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখার কথা উল্লেখ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন :

"প্রকৃতপক্ষে আমরা গভীরভাবে শোকাহত কেননা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক বাড়িটি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটিকে সীলগালা করে দেওয়া হয়েছে এবং পুলিশি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হুযূর (আই.) বলেন :

"আমি কেবল আমার দুঃখ ও দুর্দশায় মহান আল্লাহ্‌কেই ডাকি' পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের অনুসরণে আমরা সর্বাবস্থায় খোদা তা'লাকেই স্মরণ করব।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন: "যদিও নিশ্চিতভাবে এ বাড়িটির সাথে আমাদের এক প্রকার আবেগের সম্পর্ক আছে কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)- এর সঙ্গে আমরা যে বন্ধনে আবদ্ধ তা কেবল জাগতিক ভাবে এ বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি অলঙ্ঘনীয় আর আধ্যাত্মিক বন্ধন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুপম শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত যা আমাদের আধ্যাত্মিক এ খিলাফত ব্যবস্থার সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে।"

(কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লণ্ডন)

****

জুমআর খুতবা

আমাদের আহমদীদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায় আর তা হলো রোযার প্রকৃত অর্থ, তত্ত্ব ও মর্ম অনুধাবন করা আর সেই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা যা রমজানের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। অর্থাৎ নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করা এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করা।

রমজানে আমরা যখন তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করব তখন ইবাদতের প্রতিও আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আমরা যদি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করে রোযা রাখি তাহলে পাপ থেকে দূরে থাকার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে, খোদার আদেশ নিষেধ বা শিক্ষা সন্ধান করে সেগুলো মেনে চলার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে তাকওয়ার গুরুত্ব এবং এর দাবিসমূহ ও কল্যাণ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ আলোচনা।

পাকিস্তানে জামাতের অবস্থার উন্নতির জন্য, অন্যান্য মুসলমানদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য দোয়ার প্রতি আহ্বান। মুসলমানদের প্রতিও আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন আর তাদের নেতৃত্বদানকারী নেতা এবং আলেমদের বোধ-বুদ্ধি দিন, তারা যেন যুগ ইমামকে মানতে পারে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৮ মে, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৮ হিজরত, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা সেভাবেই বিধিবদ্ধ করা হলো যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। (সূরা আল বাকারা: ১৮৪)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা আরো একটি রমজান মাস অতিবাহিত করার সৌভাগ্য লাভ করছি, যা গতকাল থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে। এ মাসে মুসলমানদের একটি বিশাল শ্রেণি রোযার পাশাপাশি মসজিদে নামায এবং তারাবীর জন্যও আসে এবং এদিকে দৃষ্টি থাকে। আমাদের মসজিদেও এ দিনগুলোতে বছরের সাধারণ দিনগুলোর তুলনায় উপস্থিতি বেশি হয়ে থাকে। আমি যে আয়াতটি পাঠ করেছি, আজকাল এম.টি.এ. তে এটি বারংবার তিলাওয়াত করা হয়। এটি স্মরণ করানোর জন্য যে, এই যে রোযা ফরয বা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অবলম্বন। পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতেও রোযা আবশ্যক করা হয়েছিল আর তার উদ্দেশ্যও ছিল তাকওয়া। আজকাল সেসব ধর্মের অনুসারীদের কাছে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা মূল অবস্থায় নেই এবং সে অনুসারে আমলও করা হয় না আর তাদের মাঝে সেই তাকওয়াও নেই। কিন্তু ইসলাম একটি চিরস্থায়ী ধর্ম, যা কিয়ামত পর্যন্ত বিরাজমান ও বিদ্যমান থাকবে। এর শিক্ষা স্থায়ী এবং কুরআন শরীফ পৃথিবীর সকল প্রান্তে এর আদি অবস্থায় বিদ্যমান ও বিরাজমান রয়েছে। তাকওয়ার পথের পথিকদের জন্য এটি পথনির্দেশনা। যারা সব সময় তাকওয়ার পথে চলবে, তাদের জন্য এটি একটি দিক নির্দেশনা। এরপর শেষ যুগে আমাদের সংশোধন এবং কুরআনের প্রচার আর এর শিক্ষা অনুসরণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ এবং পথের দিশা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন আর আমাদেরকে তাঁকে মান্য করার তৌফিক দিয়েছেন। অতএব আমাদের আহমদীদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায় আর তা হলো রোযার প্রকৃত অর্থ, তত্ত্ব ও মর্ম অনুধাবন করা আর সেই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা যা রমজানের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। অর্থাৎ নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করা এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করা।

এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলোতে রোযা-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি এবং এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। কুরআন পড়া, খোদার নির্দেশাবলী মান্য করা এবং দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু এই সব কিছুর সার কথা এই আয়াতের একটি শব্দের মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া। অতএব খোদার শিক্ষা মেনে চলে এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এ মাসে বিশেষভাবে চেষ্টা কর যেন তা তোমাদের জন্য এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে ও এগুলোকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

অতএব রমজানে আমরা যখন তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করব তখন ইবাদতের প্রতিও আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আমরা যদি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করে রোযা রাখি তাহলে পাপ থেকে দূরে থাকার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে, খোদার আদেশ নিষেধ বা শিক্ষা সন্ধান করে সেগুলো মেনে চলার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আমরা যদি পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা না করি, যা ত্যাগ করার মাধ্যমেই রোযার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, তবে রোযা অনর্থক। সেই সব পাপ আমাদের নিজেদেরকে প্রভাবিত করুক বা অন্যদের কষ্টের মুখে ঠেলে দেওয়ার কারণ হোক। আর এটিই তাকওয়া। অর্থাৎ রোযা রেখেও যদি আমাদের মাঝে অহংকার থাকে, আমাদের কথা ও কাজের মাঝে অযথা অহংকার থেকে থাকে, আমরা আত্মশ্লাঘায় ভুগি, আমাদের মাঝে প্রশংসিত হওয়ার বাসনা থাকে, অধীনস্তদের তোষামোদ পছন্দ করি, কেউ প্রশংসা করলে যদি খুব আনন্দিত হই বা এর বাসনা রাখি তাহলে এটি তাকওয়া নয়। রোযার মাসে আমরা যদি ঝগড়া-বিবাদ, মিথ্যা এবং বিশৃঙ্খলা পরিহার না করি তাহলে এটি তাকওয়া নয়। রোযা রেখে যদি ইবাদত, দোয়া এবং পুণ্যকর্মে সময় না কাটাই তাহলে এটি তাকওয়া নয় এবং আমরা রোযার উদ্দেশ্য পূর্ণ করছি না। অতএব রমজানে পাপ পরিহার করলে এবং পুণ্য অবলম্বন করলেই রোযার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অর্জিত হয়। মানুষ যদি এ ক্ষেত্রে অবিচল থাকার চেষ্টা করে তবেই বাস্তবিক পক্ষে রোযার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। নতুবা এই লক্ষ্য যদি অর্জিত না হয় তাহলে অনর্থক ক্ষুধার্ত থাকা বৈ আর কিছু নয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা যদিএই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হও তাহলে তোমাদের পানাহার বর্জনে খোদা তা'লার কোন কিছুই যায় আসে না। (সহী বুখারী, কিতাবুস সওম)

অনেকে রোযার নামে প্রতারণাও করে। তারা খাবারও ছাড়ে না অথচ দেখায় যে আমরা রোযা রেখেছি, কিন্তু সত্যিকার অর্থে রোযা রাখে না। এমন মানুষও আছে যারা নিজেদের পানাহারের ওপরও কোন নিয়ন্ত্রণ

রাখে না। খোদার সন্তুষ্টির জন্য কয়েক ঘন্টাও নিজেদেরকে পানাহার থেকে বিরত রাখতে পারে না। এমন লোকেরা অন্যান্য ক্ষেত্রে কীভাবে নিজেদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? সম্প্রতি এখানে মুসলমানদের রোযা সম্পর্কে পত্রিকায় একটা সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে ছেপেছে আর সমীক্ষাকারী এই উপসংহার টেনেছেন যে, এখানকার বেশিরভাগ যুবক শুধু দেখানোর জন্য রোযা রাখে, রোযার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা কিছুই জানেই না।

এক যুবকের ইন্টারভিউ নিয়েছে এক খ্রিষ্টান ব্যক্তি বা এক বিধর্মী বা অমুসলিম ব্যক্তি। সেই যুবক বলে যে, হ্যাঁ, আমি সকালে সেহেরী খেয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে রোযা রেখেছি আর আমাদের ঘরে রীতিমত সেহরী ও ইফতারের ব্যবস্থা হয়। আমার মায়ের বয়স ৬৪ বছর, তিনি ডায়াবেটিসের রোগী, হয়ত রোযাও রাখেন আর তা সত্ত্বেও আমাদের ইফতারীর জন্য খুব যত্নসহকারে বিভিন্ন জিনিস প্রস্তুত করেন। আমরা এখন গিয়ে ইফতারী খাব। সে যুবক বলে, সত্য কথা হলো সামাজিক চাপ বা বাড়ির লোকদেরকে দেখানোর জন্য আমি এই ভান করি যে, আমি রোযা রেখেছি আর আজ সকালে সেহরীও খেয়েছি কিন্তু আজ দুপুরেও আমি 'ফিস এন্ড চিপস' খেয়ে এসেছি। সে আরো বলে, ইংল্যান্ডে আমার মত এমন সহস্র সহস্র যুবক রয়েছে যারা এই ধরনের রোযা রাখে।

এই হলো কিছু মানুষের রোযার প্রকৃত চিত্র । আর অনেকেই সারা দিন অনাহারে কাটালেও নামায এবং ইবাদতের প্রতি সেই মনোযোগ নেই যেমনটি হওয়া উচিত। কোনওক্রমে দু-এক বেলা নামাযই পড়ে। খোদা তা'লার আদেশ নিষেধের প্রতি কোন মনোযোগ নেই। এমন রোযা সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ করছে না, যা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন অর্থাৎ তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

অতএব, আমাদের আহমদীদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে মানার পর নিজেদের রোযার ক্ষেত্রে করণীয় ও দায়িত্ব সেভাবে পালন করতে হবে যেভাবে তা পালন করার জন্য খোদা তা'লার নির্দেশ রয়েছে। এটি বুঝার চেষ্টা করতে হবে যে, তাকওয়া কাকে বলে আর কীভাবে আমাদের তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও উপলক্ষ্যে তাকওয়া সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, সত্যিকার মুত্তাকী কে? প্রকৃত প্রশান্তি এবং আনন্দ তাকওয়ার মাধ্যমেই লাভ হয়, জাগতিক ভোগ বিলাসে নয়। কীভাবে আমাদের পুণ্যকর্ম করা উচিত। মানুষের প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য নিজের সকল কাজ খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর নির্দেশ অনুসারে করা উচিত। এই বিষয়টিই মু'মিন এবং কাফেরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকে। এছাড়া তিনি আমাদের এও বলেছেন যে, খোদা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানে মানুষের উন্নতি করা উচিত। প্রতিটি অনাগত দিন যেন আমাদেরকে খোদার তত্ত্বজ্ঞানে অগ্রগামী করে, আমরা যেন এক জায়গায় স্থির ও স্থবির না হই। আমরা যেন সেই সব লোকের মত না হই যারা সামাজিক চাপের মুখে লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখে যেমনটি এখনই আমি দৃষ্টান্ত দিয়েছি।

এদের রোযা তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য হয় না। যাহোক, এখন আমি তাকওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নসীহত করতে গিয়ে নিজের এক এলহামের কথা উল্লেখ করেন। এ কথাও সত্য যে তাকওয়া হলো সকল পূর্ববর্তী গ্রন্থের শিক্ষামালার সারকথা। যাহোক তিনি বলেন, গতকাল (অর্থাৎ জলসার উল্লেখ করছেন যে, ১৮৯৯ সনের ২২ জুন) বহুবার খোদার পক্ষ থেকে এলহাম হয়েছে যে, তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও। আর তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথগুলো অনুসরণ কর, খোদা তোমাদের সাথে থাকবেন।" তিনি বলেন, "এর ফলে আমার হৃদয়ে গভীর বেদনাবোধ জাগ্রত হয় যে, আমি কী করব, যার মাধ্যমে জামা'ত সত্যিকার তাকওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন করতে পারে।" তিনি বলেন, "আমি এত বেশি দোয়া করি যে, দোয়া করতে করতে দুর্বলতা ছেয়ে যায়। অনেক সময় জ্ঞান হারিয়ে প্রাণহানিরও উপক্রম হয়। তিনি বলেন, যতক্ষণ কোন জামা'ত খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে মুত্তাকি না হবে সেই জামা'ত খোদার সাহায্য পেতে পারে না। তাকওয়া সকল পবিত্র ঐশী গ্রন্থ এবং তওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষার সার। কুরআন একটি মাত্র শব্দের মাধ্যমে খোদা তা'লার সুমহান ইচ্ছা এবং তাঁর পূর্ণ সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করেছে অর্থাৎ 'তাকওয়া' শব্দের মাধ্যমে। আমি ভাবছি যে, আমার জামা'তের সত্যিকার মুত্তাকী, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্যদানকারী এবং খোদার কারণে জগত বিমুখদেরকে পৃথক করব এবং তাদের ওপর কিছু ধর্মীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করব। এছাড়া জাগতিকতার চিন্তায় নিমগ্ন আর দিবারাত্র মৃতবৎ পার্থিবতার সন্ধানে প্রাণান্তকর চেষ্টারতদের প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করব না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব এই হলো তাঁর বেদনা যে, আমার জামা'তের প্রতিটি সদস্য যেন তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে, কেবল জাগতিক দুঃখ বেদনাই যেন তার যাবতীয় ধ্যান-জ্ঞান না হয়।

এরপর তাকওয়ার পথ অনুসরণ করাই শরীয়তের সার আর যদি চাও যে, দোয়া গৃহীত হোক, তাহলে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হও- এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"তাদের তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা উচিত। তাকওয়ার পথ এমন একটি বিষয় যাকে শরীয়তের সার বলা যায়। (আহমদীদের সম্বোধন করে তিনি বলেন) শরীয়তকে যদি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হয় তাহলে শরীয়তের মগজ বা প্রাণ তাকওয়াই হতে পারে। তাকওয়ার একাধিক ধাপ বা সোপান রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত সত্যান্বেষী হয়ে যদি প্রথম স্তরগুলো অবিচলতা এবং নিষ্ঠার সাথে অতিক্রম করে তাহলে সে এই সততা এবং সত্য সন্ধানের কারণে মহান পদমর্যাদা লাভ করে।" অতএব অবিচলতার মাধ্যমে ছোট হোক বা বড় প্রতিটি পুণ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা আবশ্যক।

তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (সূরা আল মায়েদা : ২৮) এক কথায় খোদা তা'লা মুত্তাকীদের দোয়া গ্রহণ করেন, যেন এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি আর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না যেমনটি তিনি বলেছেন, إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (সূরা আর রা'দ : ৩২) অতএব দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য তাকওয়ার শর্ত একটি অবিচ্ছেদ্য এবং মৌলিক শর্ত। (দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য তাকওয়া আবশ্যকীয় বিষয়।) তাই এক ব্যক্তি যদি উদাসীন থেকে ভ্রান্তপন্থায় দোয়া গৃহীত হওয়ার প্রত্যাশী হয় তাহলে কি সে নির্বোধ নয়? তাই আমাদের জামা'তের জন্য আবশ্যক হলো, তাদের প্রত্যেকের তাকওয়ার পথে যথাসাধ্য পদচারণা করা, যেন দোয়া গৃহীত হওয়ার স্বাদ ও আনন্দ সে পেতে পারে আর ঈমান বৃদ্ধি পায়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৮-১০৯, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব রমজানকে কাজে লাগিয়ে এ থেকে লাভবান হওয়ার মৌলিক ব্যবস্থাপত্র হলো আমাদের রোযা এবং আমাদের প্রতিটি কর্ম যেন তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়। অনেকেই বলে যে, দোয়া গৃহীত হয় না, আমরা অনেক দোয়া করেছি কিন্তু কবুল হয় নি বা গৃহীত হয়নি। তাদের প্রথমে নিজেদের হৃদয়ে উঁকি মেরে দেখতে হবে যে, তাদের অন্তরে কীসত্যিকার অর্থেই ধর্ম প্রাধান্য পায়? তারা কী তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত নাকি তাদের জীবনে জাগতিকতার প্রতি ঝোঁক অনেক বেশি দেখা যায়? তাই দোয়া গৃহীত হওয়ার এটিও একটি শর্ত।

পুনরায় তিনি বলেন, "সত্যিকার অর্থে মুত্তাকীদের জন্য অনেক বড় প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর এর চেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি কী হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের বন্ধু হয়ে থাকেন। তারা মিথ্যাবাদী যারা বলে যে, আমরা খোদা তা'লার দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত অথচ তারা মুত্তাকী নয় বরং পাপাচার ও কদাচারের মাঝে জীবন কাটিয়ে দেয় আর সকল প্রকার জুলুম এবং অত্যাচার করে। অথচ তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র বন্ধু এবং খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত হিসেবে প্রকাশ করে। (এরা কেবল নামধারী বুযূর্গ) কেননা খোদা তা'লা এর জন্য মুত্তাকী হওয়ার শর্ত নির্ধারণ করেছেন।ওলী বা বন্ধু হওয়ার জন্য শর্ত হলো মুত্তাকী হওয়া। তিনি বলেনে, আরেকটি শর্ত তিনি আরোপ করেন বা এভাবে বলতে পার, মুত্তাকিদের একটি পরিচিতি আল্লাহ্ তা'লা তুলে ধরেছেন, আর সেটি হলো إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا (সূরা আন নাহাল: ১২৯) খোদা তাদের সাথে থাকেন অর্থাৎ তাদেরকে সাহায্য করেন যারা মুত্তাকী হয়ে থাকে। খোদা তা'লার সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সাহায্যের মাধ্যমে। আল্লাহ যদি সাহায্য করেন তাহলে নিশ্চিত হতে পার যে, খোদা তা'লা আমাদের সাথে আছেন। প্রথম দরজা অর্থাৎ 'বেলায়েতের' (বন্ধুত্ব লাভের) যে দ্বার তা পূর্বেই বন্ধ হয়েছে আর এখন দ্বিতীয় দ্বার অর্থাৎ ঐশী সাহায্যের দ্বারও বন্ধ হলো। স্মরণ রেখো! তারা বলে, খোদার সাথে কথোপকথোনের দ্বার বন্ধ হয়েগেছে, আর খোদার সাহায্যের দ্বারও

এরা বন্ধ করতে চায়। তিনি বলেন, স্মরণ রেখো! আল্লাহ্‌র সাহায্য অপবিত্র এবং দুষ্কৃতকারীরা কখনো পেতে পারে না। এটি নির্ভর করে তাকওয়ার ওপর। ঐশী সাহায্য মুত্তাকীদের জন্যই অবধারিত। তিনি বলেন, আরো একটি পথ আছে, আর তা হলো, মানুষ সমস্যা এবং বিপদাপদে নিমজ্জিত হয়, তার বিভিন্ন চাহিদা এবং অভাব-অনটন থেকে থাকে। এর সমাধান এবং অভাব মোচনের জন্যও তাকওয়াকেই শর্ত বা নীতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। (যদি সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহলে তাকওয়ার মাধ্যমেই সেটি সম্ভব বা ইতিবাচক ফলাফল হতে পারে।) আর্থিক অনটন এবং অন্যান্য অসচ্ছলতা থেকে মুক্তির উপায় হলো তাকওয়া। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (সূরা আত তালাক: ০৩-০৪)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীর জন্য সকল সমস্যায় একটি মুক্তির পথ বের করেন আর অদৃশ্য থেকে তার মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করেন এবং এমনভাবে তার জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করেন যে, সে তা ধারণাও করতে পারে না। [তাই এই দোয়াও বেশি বেশি করা উচিত এবং এ আয়াতটি মুখস্থ রাখা উচিত যে, مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (সূরা আত তালাক: ০৩-০৪) মানুষ যদি সব সময় এটি স্মরণ রাখে তাহলে তাকওয়ার ওপর পরিচালিত হওয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।] তিনি বলেন, ভেবে দেখ, মানুষ এ পৃথিবীতে কী চায়? এ পৃথিবীতে মানুষের সর্বোচ্চ বাসনা হলো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটিই পথ নির্ধারণ করেছেন, সেটিকে বলা হয় তাকওয়ার পথ। ভিন্ন বাক্যে এটিকে কুরআনের পথও বলা হয়ে থাকে বা এর নাম রাখেন 'সীরাতে মুস্তাকীম'। কেউ যেন এই কথা না বলে যে, অবিশ্বাসীদের কাছেও অনেক ধনসম্পদ এবং সম্পত্তি থেকে থাকে, তারা বিলাসিতায় নিমগ্ন এবং মত্ত থাকে। আমি তোমাদেরকে সত্যি করে বলছি যে, তাদেরকে দুনিয়ার দৃষ্টিতে বরং হীন দুনিয়াদার এবং বাহ্যিকতার পূজারীদের দৃষ্টিতে সুখী মনে হবে কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারা এক অন্তর্জ্বালা এবং দুঃখে নিপতিত। তোমরা তাদের চেহারা দেখেছ কিন্তু আমি এমন লোকদের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখি। তারা এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নি এবং বেড়ি ও শিকলে আবদ্ধ থাকে। (তারা আগুনে জ্বলছে এবং শিকলাবদ্ধ হয়ে আছে।) যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا (সূরা আদ দাহার: ০৫) অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা কাফেরদের জন্য শিকল, বেড়ি এবং জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি। তিনি বলেন, তারা পুণ্যের দিকে অগ্রসর হতেই পারে না। এগুলো এমন বেড়ি, খোদার পক্ষ থেকে এসব বেড়ির কারণে তারা এতটা অধঃপতিত হয়েছে যে পশু এবং জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও এরা নিকৃষ্ট। এদের চোখ সব সময় ইহজগতের প্রতিই নিবদ্ধ, এরা বস্তুবাদিতার প্রতি ক্রমাগতভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে আর এদের মাঝে অব্যাহতভাবে এক যন্ত্রনা এবং অন্তর জ্বালা লেগে থাকে। যদি সম্পদে কোন ঘাটতি দেখা দেয় বা যেভাবে তারা চায় সেভাবে সাফল্য না আসে তাহলে তারা ব্যর্থতার দহন জ্বালায় দগ্ধ হতে থাকে, এমনকি অনেক সময় তারা উন্মাদ ও পাগল হয়ে যায় বা বিভিন্ন আদালতের শরণাপন্ন হয়। তিনি বলেন, এটি সত্য কথা যে, বিধর্মী মানুষ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে মুক্ত হয় না, (নিজের আগুনে জ্বলতে থাকে, এমন অনেক দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে, পত্রপত্রিকা এমন সংবাদে ভরা।) তিনি বলেন, এই কারণে স্বস্তি ও শান্তি তার ভাগ্যে জুটে না যা আরাম ও প্রশান্তির আবশ্যকীয় ফলাফল। যেভাবে মদ্যপ ব্যক্তি মদ পান করার পর আরো এক পেয়ালা চায় আর একের পর এক চাইতে থাকে, এক অন্তর জ্বালা লেগে থাকে, অনুরূপভাবে দুনিয়াদার ব্যক্তিও এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিমজ্জিত থাকে, তার কামনা বাসনার অগ্নি ক্ষণিকের জন্যও নির্বাপিত হতে পারে না। সত্যিকার সুখ আসলে এক মুত্তাকীর জন্যই অবধারিত, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন যে, তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২০-৪২১, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

এরপর সত্যিকার প্রশান্তি এবং আনন্দ ও সুখের ভিত্তি তাকওয়ার ওপর- এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মুত্তাকী এক কুঁড়ে ঘরেও সত্যিকার সুখ ও প্রশান্তি পেতে পারে যা দুনিয়াদার ও কামনা বাসনার পূজারী ব্যক্তি এক বিশাল ও বিরাট প্রাসাদেও পেতে পারে না। (যদি তাকওয়া থাকে, স্বল্পতুষ্টি থাকে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জন যদি লক্ষ্য হয় তাহলে অপ্রতুলতার মাঝেও মানুষ দিনাতিপাত করতে পারে আর প্রশান্তি ও আনন্দ পায়। অথচ বড় বড় সম্পদশালী ব্যক্তিরা সেই সুখ পেতে পারে না।) তিনি বলেন, জাগতিক প্রাচুর্য যত বেশি লাভ হয় ততবেশি বিপদাপদ সামনে আসে। অতএব স্মরণ রেখো! সত্যিকার সুখ, শান্তি আর আনন্দ জগৎপূজারি ব্যক্তির ভাগ্যে জুটে না। এটি মনে করো না যে, সম্পদের প্রাচুর্য, উন্নত পোশাক এবং খাবার কোন আনন্দের কারণ হতে পারে। মোটেই নয় বরং এটি নির্ভর করে তাকওয়ার ওপর। এসব কথা থেকে যেখানে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সত্যিকার তাকওয়া ছাড়া কোন প্রশান্তি এবং আনন্দ লাভ হতেই পারে না, তাই বুঝতে হবে তাকওয়ার অনেক শাখা আছে যা মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। (অর্থাৎ মাকড়সার জালের ন্যায় বিন্যস্ত রয়েছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতো।) তাকওয়া মানুষের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিশ্বাস, জিহ্বা, চরিত্র ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক রাখে। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:৪২১-৪২২, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

(বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যদি তাকওয়া থাকে, কথা বলতে গিয়ে যদি তাকওয়া দৃষ্টিতে থাকে, সাধারণ আচারব্যবহার ও চরিত্রের ক্ষেত্রে যদি তাকওয়া থাকে।)

রোযার প্রেক্ষপটে একটি হাদীসও রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, রোযাদারের উচিত নিজেদের মুখ ও জিহ্বাকে সব সময় পাক ও পবিত্র রাখা, কেউ যদি ঝগড়া করে তবুও তার বলা উচিত যে, আমি রোযা রেখেছি। আমি তোমার এসব কথার উত্তর দিতে পারি না।

(বুখারী, কিতাবুস সওম)

তিনি বলেন, সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় মুখ বা জিহ্বার সাথে সম্পর্ক রাখে। অনেক সময় তাকওয়াকে জলাঞ্জলি দিয়ে একটি কথা বলে আর মনে মনে আনন্দিত হয় যে, আমি এভাবে বলেছি আর এটি বলেছি অথচ সেই কথা অপছন্দনীয় হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়ল, কোন জগৎপূজারি ব্যক্তি এক বুযূর্গ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ জানায়। (এই সূক্ষ্ম বিষয়টিও লক্ষ্যনীয়। কেবল বড় বড় গালি দেওয়া বা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়াই নয়, বরং দেখনদারি, আত্মশ্লাঘা, অহমিকাও এর অন্তর্ভুক্ত। মুখের ভাষার কারণে যে পাপ হয় বা কথার কারণে তাকওয়ার যে ক্ষতি হয় বা ঘাটতি দেখা দেয় এগুলি সবই এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়।) এক পুণ্যবান ব্যক্তিকে কোন জগৎপূজারি ব্যক্তি আমন্ত্রণ জানায়। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি যখন খাবার খাওয়ার জন্য আসেন তখন সেই অহংকারী ব্যক্তি চাকরকে বলে যে, অমুক থালা আন যা প্রথম হজ্জে এনেছিলাম। এরপর বলে যে, দ্বিতীয় থালাও আন যা দ্বিতীয় হজ্জে এনেছি। এরপর বলে তৃতীয় হজ্জের সময় যে থালা এনেছি সেটিও নিয়ে আস। তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি জগৎপূজারি ব্যক্তিকে বলেন, তোমার অবস্থা বড়ই দয়নীয়। এই তিনটি বাক্যের মাধ্যমে তুমি তোমার তিন হজ্জেরই সর্বনাশ করেছ।" (জগতকে দেখানোর জন্য হজ্জ করা হয়েছিল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নয়, সে ব্যক্তি তাকওয়া থেকে বিচ্যুত ছিল। তিনি বলেন, সেই বুযূর্গ তাকে বলেন)- এর মাধ্যমে তোমার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র এটি দেখানো যে, তুমি তিনবার হজ্জ করেছ। তাই খোদা তা'লা মুখ বা জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব অর্থহীন, বাজে, অযথা এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত।' (তাই জিহ্বা বা মুখকে শুধু এই নির্দেশ দেওয়া হয় নি যে, অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত রাখ, লোক দেখানো , আত্মাশ্লাঘা, অহংকার এগুলো মানুষকে পুণ্য থেকে বিচ্যুত করে আর তাকওয়া থেকে দূরে ঠেলে দেয়। অতএব এদিক থেকেও আমাদের অনেক বেশি ভাবা উচিত।)

তিনি আরো বলেন, দেখ! আল্লাহ তা'লা 'ইয়্যাকা নাবুদু'র শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ নিজের শক্তির ওপর ভরসা করে খোদা থেকে দূরে সরে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই একই সাথে 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন'-এরও শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব এ কথা মনে করো না যে, আমি যে ইবাদত করছি তা নিজ শক্তিবলে করছি, মোটেই নয় বরং যতক্ষণ খোদার কাছে সাহায্য চাওয়া না হবে, যতক্ষণ সেই পবিত্র সত্তা তৌফিক এবং সামর্থ্য না দিবেন কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া 'ইয়্যাকা আবুদু ওয়া ইয়্যাকা আস্তাইন' শেখানো হয় নি, কেননা এতে নিজের প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার আভাস ছিল।" (এটি প্রকাশ পায় যে, আমি নিজের শক্তিবলে কিছু করছি) এটি তাকওয়া পরিপন্থী। তিনি বলেন, তাকওয়া মানুষের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্ক রাখে। জিহ্বা বা মুখের কারণে মানুষ তাকওয়া থেকে দূরে সরে যায়। (অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করা

আবশ্যক। জিহ্বা বা মুখের কারণে মানুষ তাকওয়া থেকে দূরে চলে যায়।) মৌখিক ভাবে কিছু বলে সে অহংকার করে, জিহ্বা বা কথার কারণে ফেরাউনি বদ-অভ্যাস মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়, (মানুষ বড় বড় দাবি করা আরম্ভ করে।) একইভাবে মুখের ভাষার কারণে গোপন বা অপ্রকাশিত কর্মকে লোক দেখানো কর্মের রূপ দেয় আর মুখের কথার ক্ষতি খুব দ্রুত প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি নাভির নিচের অঙ্গ এবং মুখকে মন্দকর্ম থেকে রক্ষা করে তার জান্নাতের নিশ্চয়তা আমি। হারাম বা অবৈধ ভক্ষন ততটা ক্ষতি করে না যতটা মিথ্যা ক্ষতি করে। এর অর্থ কেউ যেন এটি মনে না করে যে, হারাম ভক্ষন ভালো কাজ। (মিথ্যা এবং ভ্রান্ত কথা বলা ক্ষতিকর। এই কথা মনে করো না যে, হারাম ভক্ষণ ভালো কাজ।) এগুলোকে কেউ যদি এমন মনে করে তাহলে এটি ভ্রান্তি। তিনি বলেন, আমার কথার অর্থ হলো কোন ব্যক্তি যদি নিরুপায় হয়ে শূকরের মাংস খায় তবে তা ভিন্ন একটি বিষয়। (নিরুপায় অবস্থায় খাওয়ার অনুমতি আছে, এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা অনুমতি দিয়েছেন) কিন্তু সে যদি তার মুখ দিয়ে শূকর খাওয়ার ফতোয়া দিয়ে বসে তাহলে সে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। (সে যদি এ ফতোয়া দেয় যে, সর্বাবস্থায় শূকর খাওয়া বৈধ তাহলে সে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়েছে।) তিনি বলেন, এভাবে সে খোদার নির্ধারিত হারামকে হালাল আখ্যা দিয়ে থাকে। মোটকথা, এ থেকে বোঝা গেল যে, জিহ্বা ও মুখের ক্ষতি ভয়াবহ। তাই মুত্তাকী নিজের জিহ্বা ও মুখকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, তার মুখ থেকে এমন কোন কথা বের হয় না যা তাকওয়া পরিপন্থী। তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের জিহ্বা বা মুখের ওপর রাজত্ব কর, এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, জিহ্বা বা মুখ তোমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে আর তুমি আজেবাজে বকতে থাকবে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২১-৪২৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

রোযায় যিকরে এলাহী বৃদ্ধি পায়, অনেকেরই এমনটি হয় এবং তারা যিকরে এলাহী করে থাকে। অতএব এ বৃদ্ধির পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় কথাও কম বলা উচিত যেন রোযা ও তাকওয়ার লক্ষ্য পূর্ণ হয়।

পুনরায় তিনি বলেন, "সব সময় দেখা উচিত, তাকওয়া এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে আমরা কতটা উন্নতি করেছি? এর মানদণ্ড হলো কুরআন শরীফ। আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীর লক্ষণাবলীর মাঝে একটি লক্ষণ এটিও নির্ধারণ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে জাগতিক বিভিন্ন অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে দূরে রেখে তার কাজের দায়দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নেন। যেভাবে তিনি বলেন, مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (সূরা আত তালাক: ০৩-০৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে আল্লাহ্ তা'লা সকল সমস্যার মুখে তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করেন এবং তার জন্য এমনভাবে জীবিকার ব্যবস্থা করেন যা সে ভাবতেও পারে না। অর্থাৎ মুত্তাকীর এটিও একটি লক্ষণ যে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে অপছন্দনীয় বা অবাঞ্ছিত প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী করেন না। " অর্থাৎ এমন উদ্দশ্যবিহীন প্রয়োজনীয়তা এবং কামনা ও বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত হয় না বা এমন বিষয় তাকে মুখাপেক্ষী করে না আর এমন জিনিসের চিন্তাও হয় না। এটিও তাকওয়ার লক্ষণ এবং এটিই মুত্তাকীর সাথে আল্লাহ্ তা'লার উত্তম ব্যবহারের লক্ষণ। তিনি বলেন, "দৃষ্টান্তস্বরূপ এক দোকানদার মনে করে যে, মিথ্যা ছাড়া তার কাজ চলতেই পারে না, তাই সে মিথ্যা থেকে বিরত হয় না আর মিথ্যা বলার জন্য বিভিন্ন অজুহাত দাঁড় করায়। কিন্তু এ বিষয়টি মোটেই সত্য নয়। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মুত্তাকীর রক্ষাকারী হন আর এমন সকল স্থান বা উপলক্ষ্য থেকে তাকে রক্ষা করেন যা তাকে সত্যের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করে।" অর্থাৎ এমন কোন অবস্থাই সৃষ্টি হয় না যাতে তার মিথ্যা বলতে হয়। "স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লাকে যদি কেউ পরিত্যাগ করে তবে খোদাও তাকে ছেড়ে দিবেন আর রহমান খোদা যদি কাউকে ছেড়ে দেন তাহলে শয়তান অবশ্যই তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। তিনি আরো বলেন, এ কথা মনে করো না যে, আল্লাহ্ তা'লা দুর্বল। তিনি মহাশক্তির আধার। কোন বিষয়ে যদি তাঁর ওপর নির্ভর কর তবে তিনি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন। وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ (সূরা আত তালাক: ০৪) (যে ব্যক্তি খোদার ওপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।) কিন্তু এই আয়াতগুলোতে সর্বপ্রথম যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা ছিল ধর্মের অনুসারী, তাদের সকল চিন্তাভাবনা ছিল ধর্মীয় বিষয়ে আর জাগতিক বিষয় খোদার ওপর ন্যস্ত ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। বস্তুত তাকওয়ার কল্যাণরাজির একটি হলো আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে সেই সমস্ত বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেন যা ধর্মীয় বিষয়ের জন্য ক্ষতিকর।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২-১৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অর্থাৎ যদি প্রকৃত তাকওয়া থাকে তাহলে জাগতিক দুশ্চিন্তা আল্লাহ্ তা'লা এই জন্য দূর করেন যেন ধর্মীয় কাজে তা প্রতিবন্ধক না হয়। অতএব যে সমস্ত মানুষ বলে আমাদের জাগতিক বিষয়াদি এমন যার জন্য আমরা ধর্মীয় কাজে অংশ নিতে পারি না- এ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি প্রকৃত তাকওয়া থাকে তাহলে জাগতিক সমস্যাবলীর সমাধান আল্লাহ্ তা'লা নিজেই করে দেন আর ধর্মীয় কাজের তৌফিক লাভ হয়। নেকী বা পুণ্যের দুটি অংশ রয়েছে আর পুণ্যকর্মশীল ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'লা কেমন ব্যবহার করেন এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"মানুষ যত নেককর্ম করে তার দুটি অংশ আছে। একটি হলো ফরয বা আবশ্যকীয় দায়িত্ব, আর দ্বিতীয়টি হলো নফল। (একটি হলো অবশ্য পালনীয় দ্বিতীয়টি হলো নফল।) ফরয অর্থাৎ যা মানুষের জন্য আবশ্যকীয় করা হয়েছে। যেমন- ঋণ পরিশোধ করা, (কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়েছ তা পরিশোধ করা আবশ্যক) বা পুণ্যের প্রতিদানে পুণ্যকর্ম করা, (এটিও আবশ্যকীয় দায়িত্ব। তোমার সাথে কেউ যদি পুণ্য করে তার সাথে পুণ্য কর এবং তার প্রাপ্য দাও। তিনি বলেন, এটি কোন অনুগ্রহ নয় যে, সে আমার সাথে নেক ব্যবহার করেছে তাই আমিও তার সাথে নেক ব্যবহার করেছি। কেউ যদি নেকী করে তবে এর বিপরীতে তুমিও তার সাথে নেকী কর, এটি তোমার জন্য আবশ্যক এবং অন্যের প্রাপ্য।) তিনি বলেন, এসব অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ছাড়াও সকল পুণ্যের সাথে কিছু নফলও থেকে থাকে অর্থাৎ এমন পুণ্য যা তার প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে বেশি বা অতিরিক্ত নেকী। যেমন- কেউ যদি অনুগ্রহ করে তাহলে তার প্রতিদানে অনুগ্রহ করার পরও আরো বেশি অনুগ্রহ করা। (কেউ অনুগ্রহ করলে করে তার প্রতিদানে অনুগ্রহ করা সম পর্যায়ের নেকী কিন্তু অতিরিক্ত অনুগ্রহ করা এটি নফল বা অতিরিক্ত।) তিনি বলেন, এটি নফল, এটি ফরয বা অবশ্যপালনীয় দায়িত্বের পরিশিষ্ট। এর ফলে ফরয বা অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করে এর চরম মার্গে উপনীত হয় অর্থাৎ যখন মানুষ অনুগ্রহের তুলনায় অধিকহারে নেকী করে। তিনি বলেন, "এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ওলীদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব পূর্ণতা লাভ করে নফলের মাধ্যমে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যাকাতের বাইরে তারা আরো সদকা দেয়, আল্লাহ্ এমন লোকদের ওলী হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদের বন্ধুত্ব এমন পর্যায়ের হয়ে থাকে যে, আমি তার হাত, পা, এমনকি তার জিহ্বা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে কথা বলে।

পুনরায় তিনি বলেন, আসল কথা হলো মানুষ যখন প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয় আর রিপুর তাড়না পরিহার করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীনে জীবনযাপন করে তখন তার কোন কাজ অবৈধ হয় না, বরং তখন তার প্রতিটি কাজ খোদার ইচ্ছাসম্মত হয়। যেখানে মানুষ পরীক্ষায় পড়ে সেখানে সব সময় যা হয় তা হলো তার কর্ম খোদার ইচ্ছার পরিপন্থী হয়ে থাকে। (আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পরিপন্থী হলেই মানুষ পরীক্ষায় পড়ে।) পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি এর বিপরীত হয়ে থাকে। এমন মানুষ নিজের আবেগ অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে এমন কাজ করে বসে যার ফলে মামলা মোকদ্দমা হয়ে যায়, ফৌজদারী মামলা হয়, কিন্তু যদি কারো এই ইচ্ছা থাকে যে, খোদার গ্রন্থ যা সঠিক এবং সত্য বলে তার বিরোধী কোন গতিবিধি তার হবে না। আল্লাহ্‌র কিতাব দেখা ছাড়া তার কোন নড়াচড়া বা কাজ হবে না। প্রতিটি বিষয়ে সে আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, তাহলে এটি নিশ্চিত বিষয় যে, আল্লাহ্‌র গ্রন্থ তাকে দিক-নির্দেশনা দিবে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (সূরা আনআম: ৫০) (অর্থাৎ যে কোন শুষ্ক বা আদ্র জিনিসই হোক না কেন, তার উল্লেখ এক সমজ্জ্বল গ্রন্থে রয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন করীম সকল পুণ্য এবং পাপ খোলাসা করে বর্ণনা করেছে। যে এর ওপর আমল করবে সে নিরাপদ থাকবে।) অতএব আমরা যদি এই ইচ্ছা ও সংকল্প লালন করি যে, আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে দিক-নির্দেশনা নিব তাহলে অবশ্যই আমরা দিক নির্দেশনা পাব। জাগতিক কাজে মানুষ যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় বা যখনই মানুষ

খুতবার শেষাংশ ১৩ পাতায় .....

জুমআর খুতবা

কুরআন করীম থেকেও আমাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, শেষ যুগে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, আর হাদীস থেকেও আমরা জানতে পারি যে, নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, আর এটি স্থায়ী খেলাফত। এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছেন যে, আমার পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে আর তা চিরস্থায়ী হবে, কিন্তু একই সাথে এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সামনে এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, খেলাফতের প্রতিশ্রুতি থেকে লাভবান হওয়ার জন্য এবং এই আশিস থেকে অংশ পাওয়ার জন্য নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন সাধন করতে হবে। শুধু মুসলমান আখ্যায়িত হওয়া এবং বাহ্যিকভাবে ঈমানের দাবি করা খেলাফতরূপী নেয়ামতের অধিকারী করবে না। অতএব আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে এখানে এই নসীহত করছেন যে, ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য, শিরক থেকে মুক্ত থাকার জন্য নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, রসূলের আনুগত্য কর, কেবল তবেই খোদার কৃপাভাজন হতে পারবে।

রসূলের আনুগত্যের একটি উদ্দেশ্য হলো ঐক্যের মালায় গ্রথিত হওয়া- এটিও খেলাফত ছাড়া সম্ভব নয়।

শিয়ালকোটে আমাদের মসজিদে ঘটেছে। পুলিশ এবং প্রশাসন উভয়ে সম্মিলিতভাবে বরং বলা উচিত তাদের নেতৃত্বে মৌলবী এবং তাদের কয়েকশত সাঙ্গপাঙ্গ মিলে মসজিদ এবং সন্নিবেশিত ঘরে আক্রমণ করে। এরা ঘোষণা করেছে আর এখনো করছে যে, অন্যান্য মসজিদেরও আমরা ক্ষতি করব এবং ভূপাতিত করব।

যত দিন মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থাকে এরা না মানবে, এমন অপকর্ম তারা করেই যাবে। কোন প্রকার পুণ্যকর্মের প্রত্যাশা তাদের কাছে করা যায় না।

আমাদের আবেগ অনুভূতির যতটা সম্পর্ক, এরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের একটি স্মৃতিবিজড়িত ভবনের ক্ষতিসাধন করেছে আর সরকার এটিকে জবর দখল করে রেখেছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের যে প্রতিক্রিয়া, যা সব সময় আমরা ব্যক্ত করে থাকি এবং করা উচিত তা হলো- إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ (সূরা ইউসুফ: ৮৭) অর্থাৎ আমি আমার দুঃখ এবং হৃদয়ের বেদনা ভরা ফরিয়াদকে খোদা তা'লার দরবারে উপস্থাপন করছি। নিঃসন্দেহে এর সাথে আমাদের আবেগের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সুমহান সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ কেবল ভবনের সুরক্ষার মাধ্যমে নয় বরং তাঁর শিক্ষা মেনে চলার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাঁর পর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার সাথে এর সম্পর্ক, সেই সব বিষয় অর্জনের সাথে এর সম্পর্ক যা আল্লাহ্ তা'লা খেলাফতের নেয়ামত থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য বলেছেন, আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করার সাথে এর সম্পর্ক, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করার সাথে এর সম্পর্ক, নিজেদের আনুগত্যের মান উন্নত করার সাথে এর সম্পর্ক, আর এর জন্যই আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তও এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা হয়েছে আর তা হলো আল্লাহর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া, তৌহিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মহান চারিত্রিক গুণাবলী নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

আমাদের সর্বক্ষণ আত্মজিজ্ঞাসা করা অব্যাহত রাখা উচিত যে, খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত নেয়ামতরাজি লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লা যেসব বিষয় ও কাজ করার নসীহত করেছেন তদনুসারে আমরা নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করছি কিনা। এগুলোর কোন্ পর্যায়ে আমরা উপনীত। আমাদের এটি দেখতে হবে যে, আমাদের ইবাদতের মান কেমন, আমাদের নামায কায়েম করার ক্ষেত্রে আমরা কেমন, আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্মে আমরা শির্‌কমুক্ত কিনা, আমাদের আর্থিক কুরবানী কোন্ মানের, আমাদের আনুগত্যের মান কোন্ পর্যায়ের। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) যেভাবে চান সেসব মান আমরা অর্জন করছি কিনা। এছাড়া এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে মানে নিজের জামা'তের সদস্যদের দেখতে চান আমরাসেই মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করছি কি করছি না।

খিলাফতের পুরস্কার লাভকারীদের জন্য যাকাত দান করা এবং আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক গণ্য করা হয়েছে।

যাকাত ও ধনসম্পদের খরচ খেলাফতের তত্ত্বাবধানেই সর্বোত্তমভাবে সমাধা করা সম্ভব। এছাড়া জামা'তের ব্যবস্থাপনাও রয়েছে যার কাছে অভাবীদের সঠিক তালিকা থাকে এবং থাকা সম্ভব। জামা'তগুলোর উচিত খবরাখবর নিয়ে সঠিক তালিকা সরবরাহ করা।

নামায বৃথা কার্যকলাপ এড়ানোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে সহায়ক হয়। এরপর নিজের সম্পদ অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যয় করার পরিবর্তে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচের দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তা'লা খেলাফতরূপী নেয়ামতে ধন্য লোকদের এ নসীহত করেছেন যে, তারা যেন আনুগত্যের মানকেও উন্নত করে।

আমাদেরকে নিজেদের ইবাদতের মানও উন্নত করতে হবে, নামাযেরও সুরক্ষা করতে হবে, প্রতিটি কথা এবং কর্মকে সকল প্রকার শির্‌ক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে, নিজেদের ধন-সম্পদও খোদার পথে ব্যয় করতে হবে আর খেলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের মানও সব সময় ধরে রাখতে হবে। আনুগত্যের মানকে নিশ্চিত করতে হবে, কেবল তবেই আমরা খেলাফতরূপী নেয়ামত এর সাথে সম্পৃক্ত সকল ঐশী কল্যাণরাজী থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারব আর কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে পারব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৫ মে, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৫ হিজরত, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করেন:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○ (سورۃ النور:56 تا 57)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

(সূরা আন নূর: ৫৬-৫৭)

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের খলীফানিযু ক্ত করেছিলেন আর তাদের জন্য তাদের ধর্মকে অবশ্যই দৃঢ়তা দান করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর যে কেউ এরপরও অকৃতজ্ঞ হবে, এমন মানুষই অবাধ্য। আর নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়।

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌র এক প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্‌ তা'লা একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি এমন হয় তবে আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন আর তা হলো খেলাফতরূপী পুরস্কার, যার ফলে তোমরা দৃঢ়তা লাভ করবে আর ভয়ভীতির পর নিরাপত্তাও লাভ করবে। অতএব এটি একটি প্রতিশ্রুতি, ভবিষ্যদ্বাণী নয়। এখানে আল্লাহ্‌ তা'লা এ কথা বলেন নি যে, আল্লাহ্‌তা'লা অবশ্যই এটি দিবেন। এই অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, দিবেন এবং অবশ্যই দিবেন তবে যারা তাঁর শর্ত পূরণ করবে তাদেরকে দিবেন। আর সেই শর্তগুলো কী কী? আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছেন, তারা আমার ইবাদতকারী হবে, শিরক সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলবে। যদি ইবাদতকারী না হয়, অর্থাৎ যেভাবে ইবাদত করা উচিত সেভাবে যদি ইবাদতকারী না হয়, যদি সম্পূর্ণভাবে শিরক থেকে বিরত না থাকে, সেভাবে শিরকমুক্ত না থাকে যেভাবে খোদা তা'লা চান, তাহলে এই প্রতিশ্রুতি থেকে তারা পুরোপুরি লাভবান হতে পারবে না। অতএব খেলাফত থাকলেও তারা খেলাফত থেকে পুরোপুরি লাভবান হতে পারবে না যারা এভাবে কাজ করবে না এবং এই শর্তগুলো পূরণ করবে না।

কুরআন করীম থেকেও আমাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, শেষ যুগে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, আর হাদীস থেকেও আমরা জানতে পারি যে, নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, আর এটি স্থায়ী খেলাফত। এছাড়া হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)ও আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছেন যে, আমার পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে আর তা চিরস্থায়ী হবে, কিন্তু একই সাথে এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌ তা'লা মুসলমানদের সামনে এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, খেলাফতের প্রতিশ্রুতি থেকে লাভবান হওয়ার জন্য এবং এই আশিস থেকে অংশ পাওয়ার জন্য নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন সাধন করতে হবে। শুধু মুসলমান আখ্যায়িত হওয়া এবং বাহ্যিকভাবে ঈমানের দাবি করা খেলাফতরূপী নেয়ামতের অধিকারী করবে না। অতএব আল্লাহ্‌ তা'লা মুসলমানদেরকে এখানে এই নসীহত করছেন যে, ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য, শিরক থেকে মুক্ত থাকার জন্য নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, রসূলের আনুগত্য কর, কেবল তবেই খোদার কৃপাভাজন হতে পারবে।

রসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যা মহানবী (সা.) আমাদের বলেছেন, আর তা হলো, যে আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে আর যে আমার নিযুক্ত আমীরের অবাধ্য হয়, সে আমারই অবাধ্য হয়। আর খেলাফত ব্যবস্থায় রসূলে করীম (সা.)-এর নিযুক্ত আমীর হলেন স্বয়ং খলীফা। তাই এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খেলাফতের এতায়াত বা আনুগত্যও সেভাবেই আবশ্যক যেভাবে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য আবশ্যক। কিন্তু এখানে সেই খেলাফত বোঝানো হয় নি যা বাহুবলে ছিনিয়ে জাগতিক প্রভুদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে সেই খেলাফতের কথা বলা হয়েছে যা নবুয়্যতের পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.) সুস্পষ্ট উক্তি রয়েছে। অর্থাৎ মসীহ্‌ মওউদের আগমনের পর যা প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তাঁর মাধ্যমে এই ধারা সূচিত হওয়া নির্ধারিত ছিল, কেননা তিনি অর্থাৎ মসীহ্‌ মওউদ খাতামুল খোলাফা হবেন। আর এই খেলাফত যুদ্ধ করবে না, অত্যাচার করবে না বরং এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যে, নামায কায়েম কর, এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যে, ধর্ম প্রচারের জন্য, বান্দার অধিকার প্রদানের জন্য যাকাত দাও, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রতি মনোযোগী হও। অতএব এই ব্যবস্থাপনাও এখন কেবল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

একইভাবে রসূলের আনুগত্যের একটি উদ্দেশ্য হলো ঐক্যের মালায় গ্রথিত হওয়া- এটিও খেলাফত ছাড়া সম্ভব নয়। অন্যান্য মুসলমান যে নামায পড়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু ঐক্য না থাকার কারণে তাদের মাঝে বিভেদ বিরাজমান, একই বিশ্বাসের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও খুটিনাটি বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে তারা বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে। আলেমরা নিজেদের মিম্বরের জন্য, নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পরস্পরের সাথে বিবাদে বিসম্বাদে লিপ্ত। এখন তো পাকিস্তানের আলেমদের এখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও রয়েছে। তাদের অনুসারীদের অবস্থাও তদনুরূপ।

সম্প্রতি পাকিস্তানে যখন সরকারের বিরুদ্ধে অনশন, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ হচ্ছিল, তখন আলেমদের দুটি দলের মাঝেও সংঘাত দেখা দেয়। কেউ 'লাব্বায়েক ইয়ারসূলুল্লাহ্‌'র নামে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধি করার এবং নেতা হওয়ার চেষ্টা করছিল আর কেউ খতমে নবুয়্যতের নামে নিজের ব্যবসা ফাঁদার চেষ্টা করছিল। আর টিভিতে এই তামাশা সারা পৃথিবী দেখছিল। পাকিস্তান টেলিভিশন তা সম্প্রচার করেছে। তা সত্ত্বেও যারা এদের অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ করে তারা বোঝে না যে, তারা কাদের অনুসরণ করছে। এমন মানুষ কি সাধারণ মুসলমানের জন্য ধর্মের দৃঢ়তার কারণ হতে পারে? এমন মানুষ কি সঠিক পথ-প্রদর্শন করতে পারে? এটি কখনো সম্ভব নয়, কেননা এরা নিজেরাই পথহারা এবং বিকৃতির শিকার। রসূলে করীম (সা.)-এর হাদীস অনুসারে এরা বিকৃত, যেমনটি বলা আছে যে, এ যুগের আলেম সম্প্রদায় নিকৃষ্টতম জীব হবে।

(আল জামে লি শোয়াবিল ঈমান, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৭-৩১৮)

যাকাত দিলেও তার বণ্টন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, এ সম্পর্কে সঠিক কথা জানা যায় না। সরকার এই দাবি করে যে, আমরা গরীবদের জন্য খরচ করছি। কিন্তুযাকাতের তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ হয় যার সংবাদ প্রচারমাধ্যমে এসে থাকে। ইসলাম প্রচারের তো প্রশ্নই উঠে না। ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সরকার, তেল সম্পদে সমৃদ্ধ বিভিন্ন সরকার কী করছে? তাদের দ্বারা কোথাও ইসলাম প্রচারের কাজ হচ্ছে না, এই কাজ যদি কেউ করে থাকে, ত্যাগ স্বীকার যদি কেউ করে থাকে তাহলে তা জামা'তে আহমদীয়া করছে। এই ব্যবস্থাপনা তখনই চলতে পারে যদি খেলাফত ব্যবস্থা থাকে। কোন কোন আলেম এবং চিন্তাশীল শ্রেণি এটি বলে থাকে যে, খেলাফত ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'লা যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা গ্রহণ কর, তখন তারা তা মানার জন্য প্রস্তুত হয় না বরং বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এ বিরোধিতার সাম্প্রতিকতম ঘটনা শিয়ালকোটে আমাদের মসজিদে ঘটেছে। পুলিশ এবং প্রশাসন উভয়ে সম্মিলিতভাবে বরং বলা উচিত তাদের নেতৃত্বে মৌলবী এবং তাদের কয়েকশত সাঙ্গপাঙ্গ মিলে মসজিদ এবং সন্নিবেশিত ঘরে আক্রমণ করে। নিজেদের ধারণা অনুযায়ী তারা অনেক বড় অবদান রেখেছে, ইসলামকে রক্ষা করার জন্য হামলা করেছে। সেই ঘর যা মাত্র কয়েক দিন পূর্বে অকারণে পুলিশ নিজেই সিল করে দিয়েছিল আর এই সিল করারও কোন কারণ ছিল না, কোন যৌক্তিকতা ছিল না, সেখানে কেউ থাকতও না, তা সত্ত্বেও সেই সিল করা ঘরে রীতিমত পুলিশের তত্ত্বাবধানে হামলা করে ক্ষতি করা হয়েছে এবং ভাংচুর করা হয়েছে। অথচ এটি পাকিস্তান গঠনের বহু পূর্বের বরং শতাধিক বছরকাল পূর্বের ঘর এবং মসজিদ ছিল। এই অযুহাতও ধোপে টিকবে না যে, এই ঘর আজকে বানিয়েছে আহমদীরা, তাই আমরা মিনার ভূপাতিত করব বা গম্বুজ ভূপাতিত করব। অতএব এ হলো তাদের চমর বিরোধিতার স্বরূপ। এরা ঘোষণা করেছে আর এখনো করছে যে, অন্যান্য মসজিদেরও আমরা ক্ষতি করব এবং ভূপাতিত করব। কোন রাজনৈতিক দলের এক হাফেজ এবং কারী আছেন, নামে হাফেজ কিন্তু কুরআনের শিক্ষার প্রকৃত প্রেরণা আর প্রভাব থেকে রিক্ত এবং বঞ্চিত। বঞ্চিত তো হওয়ার ছিলই কেননা আল্লাহ্‌র প্রেরিত খাতামুল খোলাফা এবং এ যুগের বিচারক ও মীমাংসাকারী (হাকাম ও আদাল) শত্রুতায় সীমালঙ্ঘন করলে কুরআনের জ্ঞান থেকেও রিক্ত হস্ত হয়ে যায়। বাহ্যত কুরআন মুখস্থ করেছে করে থাকবে কিন্তু কুরআনী শিক্ষা বোঝার ক্ষেত্রে তাদের সুস্থ বিবেকের দরজায় তালা লেগে গেছে। এটিও খোদার পক্ষ থেকে এদের জন্য শাস্তি তা এরা বুঝে না। তবে হ্যাঁ, ফিতনা আর নৈরাজ্যের যতটুকু সম্পর্ক আছে এই ক্ষেত্রে তাদের মন- মস্তিষ্ক খুবই উর্বর, অনেক দূরদর্শী, যতটা চান এদের দ্বারা ফেতনা এবং নৈরাজ্য করাতে পারেন আর এর জন্য নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করাতে পারেন। আমরা এই ক্ষেত্রে তাদের মোকাবিলা করতে পারি না। যাহোক এই হলো তাদের অবস্থা, নিজেদের মসজিদেও পরস্পরের বিরুদ্ধে তারা বিষোদ্গার করে, ফিতনা এবং নৈরাজ্যের নীল নকশা তৈরী করে নিজেদের মসজিদের পবিত্রতাও পদদলিত করে আর আমাদের মসজিদ, যেসব মসজিদ সম্পূর্ণভাবে খোদার ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়েছে, সেগুলোকেও তালা লাগিয়ে বন্ধ করিয়ে রীতিমত হামলা করে ক্ষতি করার

মাধ্যমে মসজিদের পবিত্রতাকেও পদদলিত করে। এটি তাদের ব্যক্তিস্বার্থকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার ফলাফল। আর যত দিন মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থাকে এরা না মানবে, এমন অপকর্ম তারা করেই যাবে। কোন প্রকার পুণ্যকর্মের প্রত্যাশা তাদের কাছে করা যায় না।

হ্যাঁ, তাদের মাঝে কতক সৎ প্রকৃতির মানুষও আছেন, সিনেটে এক ভদ্র মহিলা গতকাল প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন আর এটির তিনি নিন্দাও করেছেন। এখন দেখুন! মৌলবী এবং মৌলবী প্রকৃতির মানুষ ও স্বার্থপর রাজনীতিবিদ সেই বেচারীর কি অবস্থা করে। এ যাবৎ দেখা গেছে যে, এমন ক্ষেত্রে এরা এমন ভদ্রলোকদের এতটা পিছনে লাগে যে, হয় তাদেরকে রাজনীতি ছাড়তে হয় অথবা ক্ষমা চাইতে হয়।

আমাদের আবেগ অনুভূতির যতটা সম্পর্ক, এরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের একটি স্মৃতিবিজড়িত ভবনের ক্ষতিসাধন করেছে আর সরকার এটিকে জবর দখল করে রেখেছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের যে প্রতিক্রিয়া, যা সব সময় আমরা ব্যক্ত করে থাকি এবং করা উচিত তা হলো- إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ (সূরা ইউসূফ: ৮৭) অর্থাৎ আমি আমার দুঃখ এবং হৃদয়ের বেদনা ভরা ফরিয়াদকে খোদা তা'লার দরবারে উপস্থাপন করছি। নিঃসন্দেহে এর সাথে আমাদের আবেগের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সুমহান সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ কেবল ভবনের সুরক্ষার মাধ্যমে নয় বরং তাঁর শিক্ষা মেনে চলার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাঁর পর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার সাথে এর সম্পর্ক, সেই সব বিষয় অর্জনের সাথে এর সম্পর্ক যা আল্লাহ্ তা'লা খেলাফতের নেয়ামত থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য বলেছেন, আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করার সাথে এর সম্পর্ক, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করার সাথে এর সম্পর্ক, নিজেদের আনুগত্যের মান উন্নত করার সাথে এর সম্পর্ক, আর এর জন্যই আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, খলীফা আসার উদ্দেশ্য কী ? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর যে উত্তর দিয়েছেন তা সব সময় আমাদের সামনে থাকা উচিত। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো সংশোধন। একই সাথে তিনি এর ব্যাখ্যাও করেন যে, দেখ! হযরত আদম (আ.) থেকে এই মানব প্রজন্মের ধারা সূচিত হয়েছে আর কালের ব্যবধানে মানুষের ব্যবহারিক অবস্থা যখন দুর্বল হয়ে যায়, মানুষ জীবনের মূল লক্ষ্য এবং ঐশী গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে হেদায়াতের পথ থেকে দূরে ছিটকে পড়ে তখন আল্লাহ্ তা'লা কেবল নিজ অনুগ্রহে এক প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত ব্যক্তির মাধ্যমে জগদ্বাসীকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং ভ্রষ্টতার গহ্বর থেকে বের করেছেন। তিনি বলেন, খোদা তা'লার মহিমা প্রকাশ পেয়েছে এবং এক প্রদীপের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিঃ পৃথিবীতে পুনরায় বিস্তৃত করা হয়েছে। ঈমানকে ঐশী জ্যোতির্মণ্ডিত ঈমানে পর্যবসিত করেছেন। তিনি বলেন, বস্তুত চিরকাল থেকে খোদার এই রীতিই চলে আসছে। হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে রসূলে করীম (সা.) পর্যন্ত আমরা এটিই দেখেছি। তিনি বলেন, চিরকাল থেকে খোদার এই রীতিই চলে আসছে যে, দীর্ঘকালের ব্যবধানে পূর্বের নবীর শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে মানুষ যখন সঠিক পথ, ঈমানের সম্পদ এবং তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি হারিয়ে বসে আর পৃথিবীতে অমানিশা, ভ্রষ্টতা, অনাচার ও পাপাচারের ভয়াবহ অন্ধকার সর্বত্র ছেয়ে যায় তখন ঐশী গুণাবলী ও দয়া উথলে উঠে আর এক মহামানবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নাম, তৌহিদ এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র পুনরায় নতুনভাবে পৃথিবীতে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি করে সহস্র সহস্র নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে খোদার অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়। তখন হারানো তত্ত্বজ্ঞান, পবিত্রতা ও তাকওয়া পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। (অতএব মুসলমানদেরও ঈমান এবং তাকওয়া হারিয়ে গেছে আর অমুসলমিদেরও। তাই এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে খাতামুল খোলাফাকে প্রেরণ করেছেন আর তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেন, এভাবে এক অসাধারণ বিপ্লব সাধিত হয়। যাহোক (এ কথাটি গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে হবে যে,) এই চিরাচরিত রীতি অনুসারেই আমাদের এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(মালফুযাত,১০ম খণ্ড,পৃষ্ঠা:২৭৪-২৭৫, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তও এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা হয়েছে আর তা হলো আল্লাহর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া, তৌহিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মহান চারিত্রিক গুণাবলী নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা। আমরা যেভাবে দেখি যে, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির ব্যবহারিক অবস্থা দুর্বল, এরা কবর পূজা, শিরক এবং বিদাতে নিমজ্জিত। পাপাচার ও কদাচার সর্বত্র ছেয়ে আছে। এরা স্বয়ং এই কথা স্বীকার করে, পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে কলাম লেখা হয়। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ তা'লা যাকে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে সঠিক পথের দিশা দিতে এবং ভ্রষ্টাতার গহ্বর থেকে বের করার জন্য পাঠিয়েছেন, তাঁকে গ্রহণ করতে এরা প্রস্তুত নয়। এরা গুপ্ত শিরকে লিপ্ত আর মহান চারিত্রিক গুনাবলীর নামগন্ধও তাদের মাঝে নেই। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শেষ বাক্য যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে, সব সময় আমাদের জন্য সতর্ককারী থাকা উচিত, কেননা, এই আদি রীতি অনুসারে আমাদের জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র যখন পাপাচার, কদাচার ও নৈরাজ্য বিরাজ করে, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী হারিয়ে যায়, মানুষ একত্ববাদকে ভুলে যায়, শিরকের বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন খোদা তা'লা তাঁর কোন প্রিয়জনকে পাঠান আর নতুনভাবে ধর্মের সংস্কার হয়। অতএব আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মানার পর নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনয়ন না করি তাহলে সত্যিই এটি চিন্তার বিষয়।

আমাদের সর্বক্ষণ আত্মজিজ্ঞাসা করা অব্যাহত রাখা উচিত যে, খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত নেয়ামতরাজি লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লা যেসব বিষয় ও কাজ করার নসীহত করেছেন তদনুসারে আমরা নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করছি কিনা। এগুলোর কোন্ পর্যায়ে আমরা উপনীত। আমাদের এটি দেখতে হবে যে, আমাদের ইবাদতের মান কেমন, আমাদের নামায কায়েম করার ক্ষেত্রে আমরা কেমন, আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্মে আমরা শির্‌কমুক্ত কিনা, আমাদের আর্থিক কুরবানী কোন্ মানের, আমাদের আনুগত্যের মান কোন্ পর্যায়ের। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) যেভাবে চান সেসব মান আমরা অর্জন করছি কিনা। এছাড়া এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে মানে নিজের জামা'তের সদস্যদের দেখতে চান আমরাসেই মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করছি কি করছি না।

ইবাদত এবং নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর একটি উক্তি রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম বান্দাদের কাছ থেকে যে বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে তা হলো নামায। যদি এই হিসাব সঠিক এবং সুষ্ঠ হয় তাহলে সে সাফল্য লাভ করল এবং মুক্তি পেল আর যদি এই হিসাবে কোন ত্রুটি থাকে তাহলে সে ব্যর্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তিনি (সা.) বলেন, যদি তার ফরয বা আবশ্যকীয় ইবাদতে কোন ঘাটতি থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, দেখ! আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কিনা। যদি নফল থেকে থাকে তাহলে ফরযের ঘাটতি নফলে পূর্ণ করা হবে। একইভাবে তার অন্যান্য কর্মেরও যাচাই বাছাই হবে।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুস সালাত, হাদীস ৪১৩)

অতএব এই হলো নামাযের গুরুত্ব। আজকাল রমজানের কল্যাণে নামাযের দিকে সবার গভীর মনোযোগ রয়েছে আর মসজিদের প্রতিও মনোযোগ আছে, কিন্তু এটি কেবল রমজান মাসের বিষয় নয়। আল্লাহ্ তা'লা শুধু রমজান মাসের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না বরং সারা জীবনের নামাযের হিসেব হবে। অতএব, সত্যিই খুব চিন্তার বিষয়।

নিজ বান্দাদের ওপর খোদার অশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। তিনি বলেন, আবশ্যকীয় ইবাদতের ক্ষেত্রে মানবীয় দুর্বলতার কারণে যে ঘাটতি থেকে যায়, মানবীয় দুর্বলতার জন্য মানব প্রকৃতিতেও উত্থান-পতন এসে থাকে, অনেক সময় সে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। তাই আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, স্বীয় জীবনে আদায়কৃত নফলের মাধ্যমে তার ফরয বা আবশ্যকীয় ইবাদতের এই ঘাটতি পূর্ণ কর।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.) কে এটি বলতে শুনেছি যে, নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে শিরক এবং কুফরের নিকটবর্তী করে দেয়।"

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

তাই এটি অনেক ভয়ের বিষয়। শিরক এমন একটি অপরাধ যা খোদার দৃষ্টিতে চরম ঘৃণ্য। আল্লাহ্ তা'লা শিরক ক্ষমা করেন না। আমরা এমন অপরাধ করে খোদার খেলাফতের নেয়ামতে ধন্য হতে পারি কি? মোটেই নয়।

নামায কেমন হওয়া উচিত, এর প্রকৃত মর্ম এবং প্রেরণা কীরূপ হওয়া উচিত, এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কিছু মানুষ মসজিদেও যায়, নামাযও পড়ে আর ইসলামের

অন্যান্য 'রুকন'-ও পালন করে, কিন্তু খোদার সাহায্য ও সহায়তা তাদের লাভ হয় না এবং তাদের স্বভাব ও প্রকৃতিতে কোন সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায় না যা থেকে বুঝা যায় যে, তাদের সব ইবাদতই প্রথাগত ইবাদত, (কেননা যারা নামায পড়ে তাদের অভ্যাস এবং চরিত্রে স্পষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত।) এগুলোর কোন সার বা মজ্জা নেই, কেননা খোদার আদেশ ও নির্দেশ মান্য করা এক বীজের মতো হয়ে থাকে যার প্রভাব আত্মা এবং সত্তা উভয়টির ওপর পড়ে। বীজের প্রভাব আত্মার ওপরও পড়া উচিত। যেভাবে বীজ বপন করলে অঙ্কুরিত হয়, চারা উদ্গত হয়, তা বড় হয় এবং চোখে পড়ে, অনুরূপভাবে আমাদের আত্মা, দেহ এবং বাহ্যিক চরিত্রের ওপরও এর অর্থাৎ নামাযের প্রভাব পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করে আর খুবই কষ্ট করে বীজ বপন করে, যদি দু -এক মাস পর্যন্ত তাতে 'অঙ্গুরী' বের না হয় তাহলে মানতে হবে যে, বীজ নষ্ট হয়ে গেছে। ('অঙ্গুরী' বের না হওয়ার অর্থ হলো বীজের অঙ্কুরোদ্গম না হওয়া।) একই কথা ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। (এখানে 'অঙ্গুরী' শব্দটির ব্যাখ্যা আমি এ জন্য করলাম যে, কোন কোন অনুবাদক পরে এসে বলে যে, আপনি কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যা আমরা জানতাম না।) এক ব্যক্তি যদি খোদাকে এক -অদ্বিতীয় জ্ঞান করে, নামায পড়ে, রোযা রাখে আর যতটা সম্ভব বাহ্যত খোদার নির্দেশাবলী মান্য করার চেষ্টা করে, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও খোদার বিশেষ সাহায্য যদি তার লাভ না হয় তাহলে মানতে হবে যে বীজ সে বপন করছে সেটি নষ্ট।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তাই এই এই গূঢ় কথাটি সর্বদা আমাদের সামনে রাখতে হবে। নিজেদের ইবাদত, চরিত্র এবং অভ্যাসের মানোন্নয়নের মাধ্যমে খোদার নৈকট্যকে যাচাই করুন। এসব ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান যদি ভালো হয় তাহলে বুঝব যে, আমাদের নামায কাজে আসছে আর আমরা খোদার নৈকট্য লাভ করছি। আর বাহ্যিক অবস্থায় যদি পরিবর্তন না আসে তাহলে খোদার নৈকট্যও অর্জিত হচ্ছে না আর নামাযও কোন কাজে দিচ্ছে না।

এ সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, "নামায কী? নামায হলো সেই দোয়া, যা খোদার স্মরণ, প্রশংসা এবং পবিত্রতার গুণগান আর ইস্তেগফার ও দরূদ সহকারে বিগলিত চিত্তে করা হয়। তাই যখন তোমরা নামায পড় তখন উদাসীন লোকদের মত নিজেদের দোয়ায় কেবল আরবী শব্দের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না। (অর্থাৎ আরবী যেহেতু তোমাদের মাতৃভাষা নয় তাই যারা আরবী জানে না তারা যেন কেবল আরবী ভাষার মাঝে সীমাবদ্ধ না থাকে। কেননা এর ফলে হৃদয়ে সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় না যা দোয়াকারীর হৃদয়ে হওয়া উচিত।) যেহেতু তাদের নামায এবং ইস্তেগফার সব প্রথাগত, যার সাথে সার বা মজ্জার কোন সম্পর্ক নেই, তাই তোমরা যখন নামায পড় তখন কুরআনের পাশাপাশি যা খোদার বাণী আর কিছু দোয়ায়ে মাসুরার পাশাপাশি যা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ও দোয়া, (এগুলোও পড়া উচিত এবং বুঝাও উচিত আর এর অর্থও মুখস্ত করা উচিত যেন এর প্রকৃত প্রাণ কী তা-ও বুঝা যায়। বাকি যেসব দোয়া রয়েছে, অনেকে নিজস্ব দোয়া বানিয়ে নিয়েছে বা অন্যান্য দোয়া মুখস্ত করে নেয়) তিনি (আ.) বলেন, বাকি নিজের সকল গুরুত্বপূর্ণ দোয়ার ক্ষেত্রে নিজের ভাষায় কাকুতি মিনতিপূর্ণ শব্দে বিগলিত চিত্তে দোয়া কর, যেন তোমাদের হৃদয়ে এই বিগলন ও কাকুতি মিনতির কিছুটা প্রভাব পড়ে।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, পৃষ্ঠা: ৬৮-৬৯)

পুনরায় তিনি বলেন, 'নামায এমন বিষয় যার মাধ্যমে আকাশ বা ঊর্ধ্বলোক মানুষের নাগালের ভিতর চলে আসে। (আল্লাহ্ তা'লা কাছে এসে যান।) সত্যিকার অর্থে যে নামায পড়ে তার ভিতরে এই উপলব্ধি জাগে যে, আমি মৃত্য বরণ করেছি আর তার হৃদয় বিগলিত হয়ে খোদার আস্তানায় লুটিয়ে পড়েছে।' তিনি বলেন, 'যে ঘরে এমন নামায হবে সে ঘর কখনো ধ্বংস হবে না। হাদীস শরীফে এসেছে যদি নূহের সময় এই নামায থাকত তাহলে সেই জাতি কখনো ধ্বংস হতো না। হজ্জও মানুষের জন্য শর্ত সাপেক্ষ, (অর্থাৎ কিছু শর্ত সাপেক্ষে হজ্জ করা হয়, সবার জন্য আবশ্যক নয়।) রোযাও শর্ত সাপেক্ষ, (এটিও মুসাফের এবং অসুস্থ লোকদের জন্য আবশ্যক নয়। মুসাফের পরে রোযা রাখতে পারে কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তি অনেক সময় স্থায়ীভাবে রোযা রাখে না, কিছু শর্ত আছে। এক কথায় রোযাও শর্ত সাপেক্ষ) যাকাতও শর্ত সাপেক্ষ, (যাদের সম্পদ আছে কেবল তারাই যাকাত দিবে। কিন্তু নামাযের কোন শর্ত নেই। সব ইবাদত বছরে একবার করতে হয়। (যা আবশ্যকীয় ইবাদত তাও বছরে একবার অর্থাৎ অন্যান্য ইবাদত) কিন্তু নামায পড়ার নির্দেশ দৈনিক পাঁচ বার। তাই যতক্ষণ পুরোপুরি নামায না হবে সেই কল্যাণরাজিও লাভ হবে না, যা নামাযের মাধ্যমে লাভ হয়ে থাকে আর এই বয়আতেরও কোন লাভ হবে না।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২১-৪২২, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি বলেন, যতক্ষণ পুরোপুরি নামায না থাকবে সেই সমস্ত কল্যাণরাজি অর্জিত হবে না যা এর থেকে অর্জিত হয়। অর্থাৎ নামায থেকে অর্জিত হয়। তিনি বলেন, আর বয়আতেরও কোন লাভ হবে না যা তোমরা আমার হাতে করেছ। অতএব এই মান আমাদের অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, শিরকমুক্ত থাক। এ সম্পর্কে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.)-এর নিজের উম্মতের শিরকে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উবাদা বিন নসীহ আমাদেরকে শাদ্দাদ বিন আউস সম্পর্কে বলেন যে, তিনি কাঁদছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বলেন, আমার এমন একটি কথা মনে পড়েছে যা আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি, এই কারণে আমার কান্না পেয়েছে। রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে আমি শুনেছিলাম, তিনি (সা.) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের শিরকে লিপ্ত হওয়া এবং গুপ্ত কামনা বাসনা সম্পর্কে শঙ্কিত। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার উম্মত কি আপনার তিরোধানের পর শিরকে লিপ্ত হবে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তবে তারা সূর্য, চন্দ্র, প্রতিমা বা পাথরের ইবাদত করবে না কিন্তু তারা লোক দেখানো কাজ করবে, (তাদের কর্মে প্রতারণা থাকবে, কৃত্রিমতা থাকবে, লৌকিকতা থাকবে) আর গুপ্ত কামনা বাসনায় তারা লিপ্ত হবে। তাদের মাঝে যদি কারো দিনের সূচনা হয় রোযার অবস্থায় তবে তার কোন বাসনা সামনে আসলে সে রোযা ত্যাগ করে সেই বাসনা চরিতার্থ করতে আত্মনিবিষ্ট হবে।"

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৩৫, হাদীস ১৭২৫০)

সে রোযার কোন তোয়াক্কা করবে না, বাহ্যত রোযা রাখবে। গত খুতবাতেও আমি একটি ঘটনা শুনিয়েছিলাম যে, পিতামাতার কারণে রোযা রাখি কিন্তু দুপুরে গিয়ে বাজারে খাবার খেয়ে নিই, আবার সন্ধ্যা বেলা রীতিমত ঘরের লোকদের সাথে ইফতারি করি যেন সারা দিনের সবচেয়ে বড় রোযাদার আমিই। এই হলো কিছু মানুষের অবস্থা। এখানকার পত্রিকায় একজন একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে তিনি এই বর্ণনা লিখেছিলেন। যেভাবে গত শুক্রবার আমি বলেছিলাম। তাই সত্যিই ভয়ের কারণ। যদি গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আত্মজিজ্ঞাসা করি তাহলে সুপ্ত শিরক-এর অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আসবে। আমাদের নামাযও অনেক সময় কামনা বাসনার দাসত্বের কারণে বাদ পড়ে। আমাদের রোযাও জাগতিক অজুহাতে বাদ পড়ে যায়। এক যুবকের সাথে সাক্ষাৎ হয়, সে আমাকে বলে, আমি যেহেতু পিৎজার ব্যবসা করি, তাই পিৎজা বানানোর সময় পিৎজার স্বাদ কেমন তা চেখে দেখতে হয়, এজন্য আমি রোযা রাখি না বা কিছু রোযা আমি ছেড়ে দিই। এমন কথা শুনে কেবল 'ইন্নালিল্লাহ-ই' বলা যেতে পারে যে, আমরা আহমদী হয়েও এমন কাজ করি! জানি না সে কিছু উপলব্ধি করেছে কিনা? কিন্তু এমন মানুষের কথা শুনে আমার খুব লজ্জা হয়। খোদার নেয়ামত অর্জনের দাবি করি ঠিকই, কিন্তু তাঁর শিক্ষা, নির্দেশাবলী থেকে যদি দূরত্ব থাকে তাহলে এ দাবি মিথ্যা।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন, وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ অর্থাৎ সব পাপ ক্ষমা করা হবে (এখানে পুরো আয়াতের একটি অংশ বলেছেন তিনি) কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা শিরক ক্ষমা করবেন না। তাই শিরকের ধারেকাছেও যাবে না। এটিকে নিষিদ্ধ বৃক্ষ জ্ঞান কর।"

(তোহফা গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা: ৩২৩-৩২৪-এর টীকা)

এখন শিরক এর কথা হচ্ছে। এরপর তিনি বলেন, " অন্তরে সহস্র সহস্র প্রতিমা রেখে কেবল মৌখিকভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার নাম তৌহিদ নয়, বরং যে ব্যক্তি নিজের কোন কাজ, পরিকল্পনা, প্রতারণা আর চেষ্টা-সাধনাকে খোদার মত গুরুত্ব দেয় বা মানুষের ওপর সেভাবে ভরসা করে যেভাবে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করা উচিত বা নিজের আমিত্বকে সেই গুরুত্ব দেয় যা খোদাকে দেওয়া উচিত, এমন সকল ক্ষেত্রে সে খোদার দৃষ্টিতে প্রতিমা পূজারি।" এটি হলো এই হাদীসের ব্যাখ্যা- "প্রতিমা কেবল সেটি নয় যা স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল বা পাথর দিয়ে বানিয়ে তার ওপর ভরসা করা হয়, বরং প্রত্যেক বস্তু, কথা বা কর্ম যাকে সেই গুরত্ব দেওয়া হয় যে গুরুত্ব খোদার প্রাপ্য, তা খোদার দৃষ্টিতে প্রতিমা।"

(খৃষ্টান সীরাজুদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা: ৩৪৯)

তাই খুব সূক্ষ্মভাবে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে।

এরপর খেলাফতের নেয়ামত লাভকারীদের জন্য যাকাত এবং আর্থিক কুরবানীকে আবশ্যক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হাদীসে আছে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা উচিত নয়। প্রথমত সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা ধনসম্পদ দিয়েছেন আর সে তা সত্যের জন্য বা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করেছে, আর দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং মেধা দিয়েছেন, যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে মিমাংসা করে এবং মানুষকে শিক্ষাও দেয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস-৭৩)

এরপর হযরত হাসান বর্ণনা করেন মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমার ধনসম্পদকে যাকাত দিয়ে সুরক্ষিত কর আর সদকা খয়রাতের মাধ্যমেও রুগ্নদের চিকিৎসা কর।(আল জামে লিশোবিল ঈমান, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৫)

অর্থাৎ যাকাত, সদকা খয়রাত এবং আর্থিক কুরবানির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

অতএব যাদের জন্য যাকাত আবশ্যক তারা তো যাকাত দিবেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, যাকাত সবার জন্য আবশ্যক নয় কিন্তু যাদের জন্য আবশ্যক নয় তাদেরকে এই নসীহতও করেছেন যে, সদকা-খয়রাতের প্রতি মনোযোগ দাও। অভাবী এবং দরিদ্রদের প্রতি যত্নবান হও। অতএব যেখানে প্রয়োজন ছিল, সেখানে অভাবীদের চাহিদাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে আর ঐক্য সৃষ্টির প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। কেননা যাকাত ও ধনসম্পদের খরচ খেলাফতের তত্ত্বাবধানেই সর্বোত্তমভাবে সমাধা করা সম্ভব। এছাড়া জামা'তের ব্যবস্থাপনাও রয়েছে যার কাছে অভাবীদের সঠিক তালিকা থাকে এবং থাকা সম্ভব। জামা'তগুলোর উচিত খবরাখবর নিয়ে সঠিক তালিকা সরবরাহ করা, এমন লোকদের তালিকা সচরাচর এসেই থাকে। খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে বিভিন্ন জায়গার সংবাদ থাকে, বিভিন্ন মানুষের পক্ষ থেকে তা আসে। আবার অনেকের নিজেদের পক্ষ থেকেও আসে। সেই অনুসারে তারা জামাতের ব্যবস্থাপনাকে খরচ করার জন্য বলে। এই কারণেই আফ্রিকা এবং অন্যান্য দরিদ্র দেশেও জামা'ত সীমিত সাধ্যের ভিতর স্থানীয়দের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদেরকে চিকিৎসা সুবিধা, শিক্ষা সুবিধা প্রদান করা হয় আর পানাহার ইত্যাদির জন্যও সহায়তা করা হয়। আমি দেখেছি অধিকাংশ আহমদী গভীর সহানুভুতি নিয়ে গরীব ভাইদের সাহায্যের জন্য আর্থিক ত্যাগও স্বীকার করে থাকে আর এরই মাধ্যমে ঐক্যও গড়ে উঠে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নামাযের দায়িত্ব পালন এবং যাকাত প্রদান-সংক্রান্ত পারস্পরিক সম্পর্ককে খোদার শিক্ষা অনুসারে যুক্ত করতে গিয়ে বলেন, "মানুষ যখন নামাযে কাকুতিমিনতি করে তখন এর আবশ্যকীয় ফলাফল যা হয় তা হলো, তারা স্বভাবতই বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলে। (নামায যদি সঠিকভাবে পড়া হয় তাহলে বৃথা কার্যকলাপ বর্জিত হয়) আর এই নোংরা পৃথিবী থেকে তারা মুক্তি পায় এবং এ পৃথিবীর মোহ শীতল হয়ে খোদার ভালোবাসা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। এর ফলাফল এটি দাঁড়ায় هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ (সূরা মু'মেনূন: ৫) অর্থাৎ তখন তারা খোদার পথে খরচ করে। (বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চললে, বৃথা কার্যকলাপের পিছনে খরচ না করলে ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।) যদি মানুষ সম্পদশালী হয়ে থাকে তাহলে এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। তিনি বলেন, এটি عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (সূরা মু'মেনূন: ৪)-এর ফলাফল। (অর্থাৎ বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা এবং বর্জন করার ফলাফল স্বরূপ আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, অন্যের জন্য সমবেদনা সৃষ্টি হয়।) কেননা, জাগতিক মোহ যদি কমে যায় এর আবশ্যকীয় ফলাফল হবে তারা খোদার পথে খরচ করবে। আর 'কারুণে'র মত ধনভাণ্ডারও যদি তাদের কাছে সঞ্চিত থাকে তারা তা দান করতে কুণ্ঠিত হবে না।" তিনি বলেন, সহস্র সহস্র মানুষ এমন থেকে থাকে যারা যাকাত দেয় না, এমনকি তাদের স্বজাতি থেকে অনেক দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষ ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু তারা তাদের পরোয়া করে না। অথচ খোদার পক্ষ থেকে সব কিছুর যাকাত দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে, এমনকি অলংকার, গহনার জন্যও দিতে হয়, অবশ্য মণি মুক্তার জন্য নয়। আর যে সম্পদশালী, নবাব এবং ধনী লোক হয়ে থাকে তাদের জন্য নির্দেশ হলো শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে নিজেদের ভাণ্ডারের হিসাব করে যাকাত দেওয়া। (নির্দিষ্ট পরিমাণের উর্দ্ধে নগদ টাকা যদি একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত জমা থাকে তার যাকাত দেওয়া উচিত) কিন্তু তারা তা দেয় না। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (সূরা মু'মেনূন: ৪) এই অবস্থা তাদের মাঝে সৃষ্টি হবে যদি তারা যাকাত দেয়। (যাকাত দিলেই বৃথা কার্যকলাপ এড়ানোর চেষ্টাও থাকবে আর খোদাভীতির সাথে নামায পড়া সম্ভব হবে। নামায সঠিক হলেই তারা বৃথা কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থাকবে আর বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চললে আর্থিক কুরবানীর দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, আর্থিক কুরবানী তারা করতে পারবে যারা বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলবে। সবকিছুর মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, অর্থাৎ বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলারই এক সহজাত ফলাফল হলো যাকাত প্রদান করা।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তাই নামায বৃথা কার্যকলাপ এড়ানোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে সহায়ক হয়। এরপর নিজের সম্পদ অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যয় করার পরিবর্তে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচের দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হয়। কাজেই তিনি এটি থেকে এই উপসংহার টেনেছেন যে, খোদার পথে ধনসম্পদ ব্যয় করা অনেক বাজে কাজ থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা খেলাফতরূপী নেয়ামতে ধন্য লোকদের এ নসীহত করেছেন যে, তারা যেন আনুগত্যের মানকেও উন্নত করে। এক হাদীসে হযরত উবাদা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর হাতে আমরা এই শর্তে বয়আত করেছি যে, আমরা শুনব এবং আনুগত্য করব, তা আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক। আর যেখানেই আমরা থাকি না কেন, কোন বিষয়ে প্রাপকের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হব না, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব বা সত্য কথাই বলব আর আল্লাহ্ তা'লার পথে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনাকে ভয় করব না।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আহকাম, হাদীস: ৭১৯৯, সহী মুসলিম কিতাবুল আমারত)

এটি তিনি শুধু নিজের জন্যই বলেন নি বরং তার পর খেলাফত এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও একই নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, অসচ্ছলতা হোক বা সচ্ছলতা, আনন্দ হোক বা বিষাদ, অধিকার লঙ্ঘিত হোক বা পক্ষপাতিত্ব (অর্থাৎ অধিকার খর্ব করা হোক বা পক্ষপাতমূলক ব্যবহার হোক) মোটকথা সর্বাবস্থায় তোমার জন্য শাসকের কথা শোনা এবং আনুগত্য করা আবশ্যক। (সহী মুসলিম কিতাবুল আমারত. হাদীস: ৪৫৪৭) - এই বিষয়টিকে আনুগত্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং শাসকের আনুগত্য কর। আনুগত্য এমন একটি বিষয়, যদি আন্তরিকতা নিয়ে করা হয় তবে হৃদয়ে এক নুর এবং আত্মায় আনন্দ ও জ্যোতির সঞ্চার হয়। চেষ্টা-সাধনার ততটা প্রয়োজন নেই যতটা আনুগত্যের প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য শর্ত হলো সত্যিকার আনুগত্য করা আর এটি কঠিন বিষয়। আনুগত্য বা এতায়াত করতে গিয়ে প্রবৃত্তির কামনা বাসনার ওপর ছুরি চালানো আবশ্যক হয়ে যায়, এটি ছাড়া আনুগত্য সম্ভব নয়। প্রবৃত্তির কামনা বাসনা এমন এক বিষয় যা বড় বড় একত্ববাদীদের হৃদয়েও প্রতীমার রূপ নিতে পারে। (হৃদয়ে কামনা বাসনা থাকলে তা প্রতিমায় রূপ নেয়, তখন আর আনুগত্য করার প্রশ্নই উঠে না।) সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহ্ আলায়হিম এর ওপর অসাধারণ কৃপা এবং অনুগ্রহ ছিল, তাঁরা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন হয়ে গিয়ে ছিলেন। একথা সত্য যে, কোন জাতি জাতি হিসেবে গণ্য হতে পারে না এবং তাদের মাঝে জাতিগত উন্নত বৈশিষ্ট্য ও ঐক্য ততক্ষণ ফুৎকার করা হয় না যতক্ষণ তারা আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করে। যদি মতভেদ ও দলাদলি থাকে তাহলে ধরে নাও এটি অধঃপতন এবং পশ্চাৎপদতার লক্ষণ। (মতভেদ যদি বেশি থাকে, দলাদলি থাকে তাহলে অধঃপতন ঘটতেই থাকবে, উন্নতি হবে না।) তিনি বলেন, মুসলমানদের দুর্বলতা এবং অধঃপতনের অন্যান্য কারণের পাশাপাশি পারস্পরিক মতভেদ আর অভ্যন্তরীন বিবাদ বিসম্বাদও অন্যতম কারণ ছিল। মতভেদ পরিত্যাগ করে যদি একজনের আনুগত্য করা হয়, যার আনুগত্যের নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন, তাহলে মানুষ যে কাজই চায় তা হয়ে যায়। খোদার হাত জামা'তের ওপর থাকে, এর পিছনে এটিই তো রহস্য। আল্লাহ্ তা'লা এতকত্ববাদ বা তৌহিদকে পছন্দ করেন আর এই ঐক্য ততক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ আনুগত্য না করা হবে। রসূলে করীম (সা.) এর যুগে সাহাবীরা সুচিন্তিত মতামত দেওয়ার যোগ্যতা রাখতেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এমনভাবেই গঠন করেছিলেন যে, তারা রাজনৈতিক নীতি

সম্পর্কেও ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। এর প্রমাণ হলো যখন হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) আর অন্যান্য সম্মানিত সাহাবীরা খেলাফতের আসনে আসীন হন আর রাজত্বের বাগডোর তাদের হাতে আসে, তখন তারা যে দক্ষতা এবং সুব্যবস্থার সাথে রাজত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন তা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সঠিক মতামত দেওয়ার বিষয়ে তাদের কত অসাধারণ যোগ্যতা ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) যেখানেই কিছু বলতেন, তারা নিজেদের সকল মতামত আর জ্ঞান বুদ্ধিকে তাঁর সামনে তুচ্ছ মনে করতেন। (কোন বুদ্ধি তারা দেখান নি।) আর যা কিছু রসূলে করীম (সা.) বলেছেন সেটিকেই অবশ্য পালনীয় হিসেবে গণ্য করেছেন। আনুগত্যের বিষয়ে তাদের আত্মবিলীনতার চিত্র দেখুন, তাঁর ওজুর অবশিষ্ট পানির মাঝেও তারা বরকত সন্ধান করতেন এবং তাঁর পবিত্র কথা এবং ঠোঁটকে আশিসমণ্ডিত জ্ঞান করতেন। তাদের মাঝে যদি এরূপ আনুগত্য এবং সমর্পনের বৈশিষ্ট্য না থাকত আর সবাই যদি নিজের মতামতকেই অগ্রগণ্য করত আর বিভেদ দেখা দিত তাহলে এত মহান মর্যাদা তারা অর্জন করতে পারতেন না। তিনি বলেন, আমার মতে শিয়া ও সুন্নিদের বাক-বিতণ্ডা মেটানোর জন্য একটি প্রমাণই যথেষ্ট যে, সাহাবীদের মাঝে পারস্পরিক বিশৃঙ্খলা, হ্যাঁ, কোন প্রকার পারস্পরিক বিশৃঙ্খলা এবং শত্রুতা ছিল না, কেননা তাদের উন্নতি এবং সাফল্য এ বিষয়ের সাক্ষ্য বহন করে যে, তারা একতাবদ্ধ ছিলেন, একে অপরের সাথে শত্রুতা ছিল না। নির্বোধ বিরোধীরা বলে যে, ইসলামকে তরবারির মাধ্যমে বিস্তৃত করা হয়েছে কিন্তু আমি বলি, এ কথা সঠিক নয়। আসল কথা হলো, তাদের হৃদয়ের শিরা উপশিরা আনুগত্যের পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছিল। এটি আনুগত্য এবং ঐক্যেরই ফসল যে, তারা অন্যদের মন জয় করেছেন। আমার বিশ্বাস, যে তরবারি তাদেরকে হাতে নিতে হয়েছে তা শুধু আত্মরক্ষামূলকভাবে, নতুবা সেই তরবারি না উঠালেও যে তারা নিজেদের বক্তব্য এবং কথার মাধ্যমে পৃথিবীকে জয় করতে পারতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'সুখান কাযদিল বারো আয়েদ নাশিন্দ লাজারাম বারদিল' (অর্থাৎ হৃদয় থেকে উদ্ভূত নসীহত অবশ্যই মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলে) তারা একটি সত্য গ্রহণ করেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এতে কোন কৃত্রিমতা এবং দেখনদারি ছিল না। তাদের নিষ্ঠাই তাদের সফলতা বয়ে এনেছে। এটি সত্য কথা যে, সত্যবাদী সত্যতার তরবারি ব্যবহার করেই কার্য সমাধা করে। খোদা তা'লার রসূল (সা.)-এর পবিত্র চেহারা, যাতে খোদার ওপর আস্থা ও ভরসার জ্যোতি শোভা পাচ্ছিল, যা প্রতাপ ও সৌন্দর্যের সমাহার ছিল, তাতেই সেই আকর্ষণ এবং প্রভাব ছিল যে, তা অবলীলায় মানুষকে আকৃষ্ট করত। এরপর তাঁর মান্যকারীদের জামা'ত রসূলের আনুগত্যের সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আর সেই জামা'তের দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা এমন অসাধারণ নিদর্শন হিসেবে প্রমাণিত হয় যে, যারা তাদেরকে দেখত তারা অবলীলায় আকৃষ্ট হয়ে তাদের কাছে আসত। সাহাবীদের ন্যায় অবস্থা এবং ঐক্যের প্রয়োজন এখনও রয়েছে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা এ জামা'তকে, যা মসীহ্ মওউদের হাতে প্রস্তুত হচ্ছে , সেই জামা'তেরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যে জামা'ত মহানবী (সা.) গড়েছিলেন। আর যেহেতু জামা'তের উন্নতি এমন মানুষদের আদর্শেরই মাধ্যমে হয়ে থাকে, (যারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের অবস্থাকে সেই শিক্ষাসম্মত করে আর আনুগত্যের ক্ষেত্রে উন্নত মান প্রদর্শন করে।) তাই তোমরা যারা মসীহ্ মওউদের জামা'ত আখ্যায়িত হয়ে সাহাবীদের জামা'তের সাথে মিলিত হওয়ার বাসনা রাখ, তারা নিজেদের মাঝে সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি কর। আনুগত্য যদি হয় তাহলে এমনই হওয়া উচিত। পারস্পরিক ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ যদি সৃষ্টি হয় তাহলে এমনই হওয়া উচিত। মোটকথা সর্বাবস্থায় সকল পরিস্থিতিতে সেই রূপই ধারণ কর যা সাহাবীদের ছিল।"

(তফসীরে হযরত মসীহ মওউদ আ. সূরা নিসা আয়াত: ৫৯)

যদিও তিনি সাহাবীদেরকে এই কথাগুলো সেই যুগে বলেছিলেন কিন্তু সবসময় যদি জামা'তের উন্নতি বজায় রাখতে হয়, খেলাফত ব্যবস্থা যদি স্থায়ী করতে হয় বা স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতে হয় তাহলে সেসব আদর্শকেও অবিচলতার সাথে জামা'তের মাঝে ধরে রাখতে হবে, কেবল তবেই সেই সব উন্নতি লাভ হবে, যা পূর্বে হয়েছে।

অতএব এই হলো সেই মান যা খোদার নেয়ামতে ধন্য হওয়ার জন্য আবশ্যক। আমাদেরকে নিজেদের ইবাদতের মানও উন্নত করতে হবে, নামাযেরও সুরক্ষা করতে হবে, প্রতিটি কথা এবং কর্মকে সকল প্রকার শির্ক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে, নিজেদের ধন-সম্পদও খোদার পথে ব্যয় করতে হবে আর খেলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের মানও সব সময় ধরে রাখতে হবে। আনুগত্যের মানকে নিশ্চিত করতে হবে, কেবল তবেই আমরা খেলাফতরূপী নেয়ামত এর সাথে সম্পৃক্ত সকল ঐশী কল্যাণরাজী থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারব আর কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে পারব।

এই চিরস্থায়ী খেলাফতের শুভ সংবাদ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক আর এটি আশা এর আগমন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কেননা তা স্থায়ী, যার ধারা কিয়ামত পর্যন্ত কর্তিত হবে না। আর সেই দ্বিতীয় কুদরত আসতে পারে না, যতক্ষণ আমি না যাব। কিন্তু আমার যাওয়ার পর খোদা তা'লা সেই দ্বিতীয় কুদরত তোমাদের জন্য প্রেরণ করবেন যা সব সময় তোমাদের সাথে থাকবে। যেভাবে বারাহীনে আহমদীয়ায় খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর সেই প্রতিশ্রুতি আমার সত্তা সংক্রান্ত নয় বরং তোমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এই জামা'তকে, যা তোমার অনুসারী, কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর জয়যুক্ত রাখব। তাই আমার বিয়োগ বিচ্ছেদের দিন আসাও অনিবার্য, যেন এরপর সেই দিন আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিন। আমাদের খোদা সত্য প্রতিশ্রুতিবান এবং সত্যবাদী। তিনি সেইসব কিছু তোমাদেরকে দেখাবেন যার প্রতিশ্রুতি তিনি তোমাদের দিয়েছেন। যদিও এ দিনগুলি পৃথিবীর অন্তীম লগ্ন, অনেক বিপদাপদ নাজিল হওয়ার সময় কিন্তু এই পৃথিবী ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক যতদিন সেইসব কথা পূর্ণতা লাভ না করে, যার সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে একটি কুদরত বা শক্তি হিসেবে আবির্ভূ ত হয়েছি, আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত, আর আমার পর আরো কিছু সত্তা আসবেন যারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল হবেন।"

(আল ওসিয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৩০৫-৩০৬)

অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই নেয়ামত দিয়েছেন আর বিগত প্রায় একশত দশ বছর ধরে আমরা আল্লাহ্ তা'লার এই অসাধারণ ফযল ও কৃপার দৃশ্য আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা দেখছি। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন, আল্লাহ্র নির্দেশাবলী সামনে রেখে খেলাফতের কল্যাণরাজি থেকে সব সময় আশিসমণ্ডিত এবং কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

গত সপ্তাহেও আমি দোয়ার প্রতি আহ্বান করেছিলাম, বিশেষ করে পাকিস্তানের জন্য, পুনরায় পাকিস্তানীদের বলছি, তাদের বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। নিজেদের নামায, নফল এবং যিকরে এলাহী পূর্বের তুলনায় অধিকহারে বৃদ্ধি করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

১৬ পাতার শেষাংশ..

মহিলাদের অধিকার সমূহ রক্ষার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। মহিলাদেরকে উত্তরাধিকার দেওয়া হয়েছে, 'খোলা' নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ইউরোপে এই সমস্ত অধিকার মাত্র কয়েক দশক পূর্বে দেওয়া হয়েছে। অতএব এগুলি সেই শিক্ষা এবং কুরআনী নির্দেশ যেগুলি একজন প্রকৃত মুসলমান মেনে চলে। মানুষ যখন ইসলামী শিক্ষার সত্যতা জানতে পারে তখন তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল এই বাণীকে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেওয়া। এই কাজই আমরা করে চলেছি।

ভদ্রমহিলা বলেন: জুমার দিন আপনার খুতবা সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। এই খুতবায় আপনি কি বার্তা দিবেন?

হুযুর বলেন: আমার খুতবার মসজিদ সংক্রান্ত বিষয়ের উপরেই হবে। সাধারণত আমি যখন কোন মসজিদ উদ্বোধন করি তখন মসজিদের গুরুত্বের বিষয়টি বেছে নিই এবং তাদেরকে বলি যে, এই মসজিদটি কিভাবে নির্মিত হল এবং জামাত এই মসজিদ নির্মাণের জন্য কি ধরণের ত্যাগ স্বীকার করেছে। তাদের বলি যে, আমাদের কি শিক্ষামালা রয়েছে আর কিভাবে আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে নিজেদের স্রষ্টার সামনে নতজানু হওয়া উচিত। তাই আমার খুতবার বিষয় বস্তু মসজিদের বিষয়েই হবে।

ভদ্রমহিলা বলেন: আমি জানতে পেরেছি আপনি এখানে বিভিন্ন পরিবারকে সাক্ষাতকার দিবেন। এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সাক্ষাতকার নয়, কয়েকটি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত অনুষ্ঠান রয়েছে। আহমদীদের মনে খিলাফতের প্রতি অপার ভালবাসা থাকে আর জামাতের সদস্যদের প্রতি খলীফার মনেও অনেক ভালবাসা থাকে যেভাবে আপনারা নিজেদের সন্তানকে ভালবাসেন।

এই সাক্ষাতকারটি ৪টে ৪০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

প্রথম খুতবার শেষাংশ .....

কোন ভ্রান্ত কাজ করে তা এজন্য করে যে, তারা খোদার নির্দেশ অনুসারে চলে না। কুরআন না দেখে যদি কেউ পথ চলে, কুরআনের নির্দেশ সামনে না রেখে কেউ যদি কোন কাজ করে তাহলে মানুষ সমস্যা কবলিত হয়। এখানে এই পার্থক্য স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, ধর্মীয় বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে পরীক্ষা করেন। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেই পরীক্ষাও মু'মিন বা পুণ্যবানদের পরীক্ষা করার জন্য হয়ে থাকে। এই কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নবীরা সবচেয়ে বেশি এমন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হন। আরেকটি দিক হলো জাগতিক বিষয়, যাতে মানুষ পরীক্ষায় নিপতিত হয় আর এটি এজন্য হয় যে, মানুষ জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে। মুমিন হওয়ার দাবি করলেও আমাদের জন্য যে হেদায়াতনামা কুরআন করীম রয়েছে, এর নির্দেশাবলী মানার চেষ্টা করে না, আর এ কারণেই সে সমস্যা কবলিত হয়। এ জন্য পরীক্ষায় নিপতিত হয়।) যাহোক তিনি বলেন, যে নিজের আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (এখানে কথা আরো স্পষ্ট হয়ে গেল। জাগতিক বিষয়ে আবেগের অধীনস্ত হয়েই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।) প্রায় সময় এখানেই সে ধৃত হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ওলী আমার ইচ্ছা অনুসারে কথা বলে, চলে এবং কাজ করে, যেন সে এতে আত্মবিলীন থাকে। অতএব আত্মবিলীনতায় যার যতটা ঘাটতি আছে সে খোদা তা'লা থেকে ততটাই দূরে রয়েছে; কিন্তু যেরূপ খোদা তা'লা বলেছেন তার আত্মবিলীনতা যদি তেমনিই হয়ে তাহলে তার ঈমানও অভাবনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। তাদের সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ (হাদীস) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার ওলীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় সে আমার বিরুদ্ধে নামে। (এখন দেখুন এমন মানুষের বেলায় এসব বিষয় যদি নেকি বা পুণ্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ ওলীর সঙ্গ দেন এবং শত্রুদেরকে তিনি ব্যর্থ করেন।) এখন দেখ! মুত্তাকীর মর্যাদা কত উন্নত আর তার পদমর্যাদা কত উচ্চ। খোদার সন্নিধানে যার নৈকট্য এত মহান যে, তাকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহ্ তা'লাকে কষ্ট দেওয়ার নামান্তর, তখন খোদা তা'লা এমন ব্যক্তির জন্য কতটাই না সাহায্যকারী এবং সহায়তা দানকারী হবেন!

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩-১৫, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

আমাদেরকে নিজেদের জীবন দৈন্য ও বিনয়ের মাঝে অতিবাহিত করার নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "মুত্তাকীদের জন্য শর্ত হলো তারা যেন নিজের জীবন দীনহীনতা এবং বিনয়ের মঝে অতিবাহিত করে, এটি তাকওয়ার একটি শাখা, যার মাধ্যমে আমাদেরকে অবৈধ ক্রোধের মুকাবিলা করতে হবে। বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী, সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবানদের জন্য শেষ এবং কঠিন গন্তব্যই হলো ক্রোধ এড়িয়ে চলা। অহংকার এবং আত্মশ্লাঘা ক্রোধের কারণেই জন্ম নেয়। (অর্থাৎ অহংকার এবং আত্মশ্লাঘা ক্রোধের কারণে সৃষ্টি হয়।) আর কখনো আবার অহংকার ও আত্মশ্লাঘা নিজেই ক্রোধের ফলাফল হয়ে থাকে। কেননা ক্রোধ তখন দেখা যায় যখন মানুষ নিজেকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেয়। আমি চাই না আমার জামা'তের সদস্যরা পরস্পরকে ছোট বা বড় মনে করবে বা পরস্পরকে অহংকার এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে। আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন যে, বড় কে আর ছোট কে। এটি একপ্রকার হেয় প্রতিপন্ন করা। যার ভিতর হেয় প্রতিপন্ন করার অভ্যাস আছে, আশঙ্কা রয়েছে এটি বীজের মত অঙ্কুরিত হয়ে তার ধ্বংসের কারণ হবে। কেউ কেউ বড়দের সাথে সাক্ষাতের সময় অত্যন্ত শিষ্টতা ও নম্রতার সাথে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু বড় সে যে মিসকীন বা দীনহীনের কথা দীনহীনের মত শুনে, তার মন জয় করে, তার কথার সম্মান করে, কোন ব্যাঙ্গাত্মক বা উপহাসমূলক কথা মুখে আনে না, যার ফলে কেউ কষ্ট পেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ (সূরা আল হুজরাত: ১২) (অর্থাৎ পরস্পরকে মন্দ নামে ডেকো না, ঈমান আনার পর ধর্ম থেকে দূরে চলে যাওয়া খুবই অপছন্দনীয় কাজ।) وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (সূরা আল হুজরাত: ১২) যে এ ধরনের কাজ করা অব্যাহত রাখবে আর তওবা করবে না এমন মানুষই সীমালঙ্ঘনকারী। তিনি বলেন, তোমরা পরস্পরকে ব্যঙ্গাত্মক নাম দিবে না। এটি পাপচারী এবং দুরাচারীদের কাজ। যে ব্যক্তি কাউকে উপহাস করে সে ততক্ষণ মরবে না যতক্ষণ সে নিজে এই ধরনের উপহাসের শিকার না হবে। তাই নিজ ভাইদেরকে অবজ্ঞা করবে না। সবাই যখন একই প্রস্রবণ থেকে পান কর তখন কে জানে যে, কার ভাগ্যে বেশি পানি রয়েছে। কেউ জাগতিক নীতির ভিত্তিতে সম্মানিত এবং শ্রদ্ধেয় হয় না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বড় সে যে মুত্তাকী। اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩-১৫, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

(সূরা আল হুজরাত: ১৪) (নিশ্চয় খোদার দৃষ্টিতে বেশি সম্মানিত সে, যে মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ স্থায়ী জ্ঞানের অধিকারী এবং সর্বজ্ঞাত।) অতএব সকল বাস্তবতার জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লার রয়েছে, তিনি জানেন, এটি প্রকৃত তাকওয়া নাকি লোক দেখানো তাকওয়া। যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা জানেন তাই খোদাভীতির সাথে এবং আত্মপর্যালোচনার চেতনা নিয়ে প্রকৃত তাকওয়া অবলম্বনের চেষ্টা করা উচিত যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তোমরা সেই তাকওয়া অবলম্বন কর।

একজন মু'মিন এবং তাকওয়ার পথে বিচরণকারী ব্যক্তি যখন সাফল্য লাভ করে তার বহিঃপ্রকাশ কেমন হয় আর সাফল্যের পর কাফের কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় সে কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"এই নীতি সব সময় দৃষ্টিপটে রেখো। মু'মিনের কাজ হলো সে সাফল্য লাভ করে বিনয়ী হয় আর আল্লাহ্‌র প্রশংসাকীর্তন করে, অর্থাৎ সাফল্যকে সে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরোপ করে, আল্লাহ্‌রই প্রশংসা করে যে, তিনি কৃপা করেছেন আর এভাবে সে এগিয়ে যেতে থাকে। আর প্রত্যেক পরীক্ষায় সে অবিচল থেকে ঈমান লাভ করে। বাহ্যত এক হিন্দু এবং মু'মিনের সাফল্য এক দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে কিন্তু স্মরণ রেখ যে, অস্বীকারকারীর সাফল্য হলো ভ্রষ্টতার পথ আর মু'মিনের সাফল্যে তার জন্য নেয়ামতের দ্বার উন্মোচিত হয়। অস্বীকারকারীর সাফল্য এই কারণে ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায় যে, সে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে না বরং নিজের পরিশ্রম, নিজের জ্ঞান এবং যোগ্যতাকেই খোদা বানিয়ে বসে। পক্ষান্তরে মু'মিন খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে খোদার সাথে নতুনভাবে পরিচিত হয় আর এভাবে প্রত্যেক সাফল্যের পর তার খোদার সাথে একটা নতুন বোঝাপড়া আরম্ভ হয় এবং তার মাঝে পরিবর্তন আসতে থাকে। اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا (সূরা আন নাহল: ১২৯) অর্থাৎ খোদা তাদের সাথে থাকেন যারা মুত্তাকী। স্মরণ রাখা উচিত, কুরআন শরীফে 'তাকওয়া' শব্দ বহুবার এসেছে। এর অর্থ প্রারম্ভিক শব্দ দিয়ে করা হয়ে থাকে। এখানে 'মাআ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে, অর্থাৎ যে খোদাকে অগ্রগণ্য করে, খোদা তাকে অগ্রগণ্য করেন আর পৃথিবীর সকল লাঞ্ছনা থেকে তাকে রক্ষা করেন। আমার ঈমান এটিই যে, পৃথিবীতে মানুষ যদি সর্ব প্রকার লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পেতে চায় তার জন্য একটিই রাস্তা, আর তা হলো মুত্তাকী হয়ে যাওয়া, এর ফলে তার আর কোন কিছুর অভাব থাকবে না। অতএব মু'মিনের সাফল্য তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় আর সে সেখানে স্থবির হয়ে যায় না। পুনরায় তিনি আরো বলেন, অধিকাংশ মানুষের অবস্থার বিবরণ পুস্তকে বা কিতাবে রয়েছে যে, প্রথম দিকে বস্তু জগতের সাথে সম্পর্ক রাখত এবং গভীর সম্পর্ক রাখত কিন্তু এরপর তারা কোন দোয়া করে আর সেই দোয়া গৃহীত হয়, যার ফলে তাদের অবস্থাই পাল্টে যায়। তাই নিজেদের দোয়া গৃহীত হওয়া এবং সাফল্য দেখে গর্বিত হয়ো না বরং খোদার ফযল এবং দানের ওপর দৃষ্টি রাখ। এটি খোদা তা'লারই কৃপা যে, তিনি দোয়া গ্রহণ করেছেন, এটি নিয়ে আনন্দিত না হয়ে বা গর্বিত না হয়ে খোদার ফযল এবং কৃপার ওপর দৃষ্টি রাখ। তিনি বলেন, নিয়ম হলো, সাফল্য লাভের ফলে মনোবল এবং সৎসাহসের ক্ষেত্রে এক নতুন জীবন লাভ হয়। এই জীবনকে কাজে লাগানো উচিত আর এর কল্যাণে খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে উন্নতি করা উচিত। (যদি সাফল্য আসে আর দোয়া গৃহীত হয় তাহলে খোদাকে আরো বেশি চেনা উচিত, খোদা সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া উচিত,) কেননা সবচেয়ে বড় বিষয় যা কাজে আসবে তা হলো মারেফাতে এলাহী বা খোদাকে চেনা যা খোদার কৃপা এবং অনুগ্রহরাজির চিন্তা করলে বৃদ্ধি পায়। খোদার ফযলকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না। তিনি বলেন, চরম অভাব অনটনও মানুষকে সমস্যার মুখে ঠেলে দেয়। তাই হাদীসে এসেছে اَلْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ (অর্থাৎ দারিদ্র চেহারাকে বিকৃত করে বা বিষন্ন করে দেয়। বা অসচ্ছলতার কারণে অনেক সময় মানুষ ধর্ম থেকেও দূরে সরে যায়।) তিনি বলেন, এমন মানুষ আমি নিজে দেখেছি, যারা নিজেদের অসচ্ছলতার কারণে নাস্তিক হয়ে গেছে। কিন্তু মু'মিন কখনো অসচ্ছলতার সময় খোদা তা'লা সম্পর্কে কোন কুধারণা পোষণ করে না আর এটিকে নিজের ভুলভ্রান্তির পরিণাম গণ্য করে খোদা তা'লার কাছে দয়া এবং কৃপা ভিক্ষা চায় আর সেই যুগ যখন কেটে যায়, আর তার দোয়া যখন ফলপ্রদ হয়

তখন সে সেই বিনয়ের যুগকে ভুলে যায় না বরং তা স্মরণ রাখে। বস্তুত এই কথায় যদি ঈমান থাকে যে, আল্লাহ্‌র কাছে যেতেই হবে তাহলে তাকওয়ার পন্থা অবলম্বন কর। ধন্য সে, যে সাফল্য ও আনন্দের সময় তাকওয়া অবলম্বন করে, আর দুর্ভাগা সে, যে হোঁচট খেয়েও আল্লাহ্‌র দরবারে বিনত হয় না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৫-১৫৭, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি বলেন, যে তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লা তার সাহায্য ও সমর্থন করেন। তাকওয়া হলো পাপ থেকে বিরত থাকার নাম, মুহসেনুন তারা হয়ে থাকে যারা শুধু পাপ থেকেই বিরত থাকে না বরং তারা পুণ্যকর্মও করে। একই সাথে তিনি এটিও বলেন, لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى (সূরা ইউনুস: ২৭) অর্থাৎ তারা পুণ্যকর্ম সাজিয়ে গুছিয়ে করে। তিনি আসলে এই আয়াত اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (সূরা আন নাহল: ১২৯) এর ব্যাখ্যা করছেন। তিনি আরো বলেন, আমার প্রতি বার বার এই ওহী হয়েছে যে, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ আর এতবার এই এলহাম হয়েছে যে, আমি গণনা করতে পারব না। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন, হয়তো দুই হাজার বার হয়ে থাকবে। এর উদ্দেশ্য হলো যেন জামা'ত বুঝতে পারে যে, শুধু এটি নিয়ে আনন্দিত হওয়া উচিত নয় যে, আমরা জামা'তভুক্ত হয়েছি বা এই কারণে আত্মতুষ্টিতে ভোগা উচিত উচিত নয় যে, আমরা ঈমান এনেছি। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গ এবং সাহায্য তখন লাভ হয় যদি সত্যিকার তাকওয়া এবং পুণ্য সাথে থাকে।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭১, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (সূরা আন নাহল: ১২৯) আল্লাহ্ তা'লাও মানুষের কর্মের একটা ডায়রী প্রস্তুত করেন। তিনি এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো বলেন, অতএব মানুষেরও নিজের অবস্থার একটি ডায়রী প্রস্তুত করা উচিত আর ভাবা উচিত যে, সে পুণ্যের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হয়েছে। মানুষের আজ এবং কাল সমান হওয়া উচিত নয়। পুণ্যের জগতে উন্নতির ক্ষেত্রে কারো আজ এবং কাল যদি সমান থাকে তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানুষ যদি খোদার মান্যকারী এবং তাঁর সত্তায় পূর্ণ ঈমান রাখে তাহলে তাকে কখনো ধ্বংস করা হয় না বরং এমন এক ব্যক্তির জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণ রক্ষা করা হয়। তিনি উদাহরণ দেন যে, এক ব্যক্তি, যিনি ওলীউল্লাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তার সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি জাহাজে আরোহিত ছিলেন, সমুদ্রে তুফান আসে, জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, কিন্তু তার দোয়ায় তা রক্ষা করা হয় আর দোয়ার সময় তার প্রতি এই এলহাম হয় যে, তোমার কারণে আমরা সবাইকে রক্ষা করেছি। তিনি বলেন, এসব কথা শুধু মৌখিক জমা খরচে অর্জন হয় না বরং এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়।

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৮, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি আরো বলেন, আমার সাথে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, اِنِّيْ اُحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ- (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৮, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তবে এর জন্য তোমাদেরকে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে আর আমার দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্যও তোমাদের নিজেদেরকে দোয়ার যোগ্য করতে হবে। তাহলেই তোমাদের পক্ষে আমার দোয়া গৃহীত হবে আর এর জন্য তাকওয়া আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই রমজানে তাকওয়ার সাথে রোযা রাখা, ইবাদত করা এবং ইবাদতের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন। সকল অর্থে এ রমজান বরকতময় হোক। জামা'তের জন্যও, মুসলমানদের জন্যও, সারা পৃথিবীর জন্যও, বিশেষভাবে দোয়া করুন। পাকিস্তানে জামা'তের যে অবস্থা বিরাজমান রয়েছে, ক্রমশ পরিস্থিতি কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। যেখানে আমরা সঠিক অর্থে রোজা পালন করব সেখানে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজ দায়িত্বও পালন করব, আর দোয়ার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করব। আর একইভাবে মুসলমানদের প্রতিও আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন আর তাদের নেতৃত্বদানকারী নেতা এবং আলেমদের বোধ-বুদ্ধি দিন, তারা যেন যুগ ইমামকে মানতে পারে। অনুরূপভাবে প্রতিদিন নতুন করে সংবাদ আসে যে, আজকে যুদ্ধের দামামা বাজতে চলেছে, আজ ধ্বংস অনিবার্য। বাহ্যত এমন মনে হয় যে, পরাশক্তিগুলো যে দ্রুত গতিতে যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে এর পথে কোন কিছুই বাধ সাধতে পারে বলে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এজন্য বিশেষ করে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষত আহমদীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধের কু-প্রভাব থেকে রক্ষা করুন এবং সামগ্রিকভাবে পুরো মানবতাকে এর কুফল থেকে রক্ষা করুন। এখনও যদি খোদার দৃষ্টিতে তাদের সংশোধন হওয়া সম্ভব হয় বা তাদের সংশোধানের কোন উপায় থাকে যার মাধ্যমে তাদের সংশোধন হতে পারে এবং তারা আল্লাহকে চিনতে পারে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সেই অবস্থা সৃষ্টি করুন, যেন তারা খোদাকে চিনে এবং ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

*****❖*****❖*****❖*****

প্রথম পাতার পর...

কেন অন্যায়ভাবে ভঙ্গ করিলেন এবং কেন তিনি বহু বিবাহের ভিত্তি স্থাপন করিলেন অর্থাৎ সূত্রধর ইউসুফের পূর্ব-স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন? কিন্তু আমি বলি- এই সবকিছুই বাধ্য-বাধকতার কারণে ঘটিয়াছিল। এমতাবস্থায় তাঁহারা দয়ার পাত্র ছিলেন, আপত্তির নয়।

খৃষ্টান পন্ডিতগণও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন (Super Natural Religion: 522 পৃঃ) বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার রচিত 'তোহফায়ে গোলড়াবিয়া' পুস্তকের ১৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে পুনরায় আগমন করিবেন না। কারণ যদি তিনি দুনিয়াতে আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই জবাব যে, 'আমি খৃষ্টানদের পথভ্রষ্ট হইবার কোন সংবাদ রাখি না' সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। সে ব্যক্তি পুনরায় দুনিয়াতে আসিয়া ৪০ বৎসর কাটাইবেন এবং কোটি কোটি খৃষ্টানদিগকে তাঁহাকে খোদা বলিয়া বিশ্বাস করিতে দেখিবেন তিনি কেমন করিয়া কেয়ামতের দিন খোদাতালার সমীপে এই ওজর পেশ করিতে পারিবেন যে, 'খৃষ্টানদিগের বিপথগামী হওয়া সম্বন্ধে আমি কোন খবর রাখি না।

* কুরআন শরীফের এক আয়াতে স্পষ্টভাবে কাশ্মীরের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছে যে, মসীহ এবং তাঁহার মাতা ক্রুশের ঘটনার পর কাশ্মীরের দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন, যেমন বলা হইয়াছে- وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ

অর্থাৎ 'আমি ঈসা এবং তাহার মাতাকে এরূপ এক টিলার উপর আশ্রয় দিয়াছিলাম যাহা আরামের স্থান ছিল এবং যেখানে বিশুদ্ধ পানি অর্থাৎ ঝরণার পানি ছিল' (সূরা মোমেনুন ঃ আয়াত ৫১)। সুতরাং ইহাতে আল্লাহতালা কাশ্মীরের চিত্র অঙ্কন করিয়া দিয়াছেন। আরবী ভাষায় আরবী শব্দ কোন বিপদ বা দুঃখ হইতে মুক্তি প্রদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়, ক্রুশের ঘটনার পূর্বে ঈসা (আ.) এবং তাঁহার মায়ের উপর এরূপ কোন বিপদকাল উপস্থিত হয় নাই, যেজন্য তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, খোদাতালা ক্রুশের ঘটনার পর ঈসা (আ.) এবং তাঁহার মাতাকে উক্ত টিলার উপর পৌঁছাইয়াছিলেন।

ঈসা মসীহর চারি ভাই ও দুই ভগ্নী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঈসা (আ.)-এর সহোদর ভাই বোন ছিলেন, অর্থাৎ সকলেই ইউসুফ ও মরীয়মের ঔরসজাত সন্তান ছিলেন। ভাই চারিজনের নাম য়েহুদা, ইয়াকুব, শাম্‌উন ও ইউসুফ এবং ভগ্নিদ্বয়ের নাম আসিয়া ও লেদিয়া।

পাদরী জন এলেন গাইল্‌জ প্রণীত ১৮৮৬ সনে লন্ডনে মুদ্রিত এপস্টলিক রেকর্পস নামক পুস্তকের ১৫৯ ও ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়ে ন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১৫-১৮)

হাদীস

طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ

(বৈধ রিযক সন্ধান করাও এক প্রকার জিহাদ বা সংগ্রাম)

বিশেষ করে বর্তমান যুগে বৈধ উপায়ে আয় উপার্জন করা একটি দূরূহ বিষয়। চোর বাজার, প্রতারণা, ঠগবাজি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ,অপরের অধিকার গ্রাস এবং আত্মসাৎ এমন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বৈধ ও অবৈধর মাঝের তফাৎটুকুও অবশিষ্ট নাই। দুধ বিক্রেতা রোযা রেখে দুধে পানি ভেজাল দেয়। অনুরূপভাবে মাসে ১০০ টাকার বেতনধারী কর্মী বিয়ে করা থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং অজুহাত দেয় যে, তার বেতন ৫০০ টাকা হলে বিয়ে করবে। আর সেই সময় পর্যন্ত সে নিজের কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য যত প্রকারের অন্যায় পথ অবলম্বন করে শরীয়তে তা সবই অবৈধ।

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

(অবশিষ্টাংশ- ২৪ সংখ্যার পর)

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি যদি সমকামি না হন এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হন তবে কি আপনি রাস্তায় প্রকাশ্যে সেই সম্পর্ক স্থাপন করেন? না কি 'আমি এই সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই' বলে ঘোষণা করে বেড়ান? আপনি যদি ঘোষণা না করেন, তবে সমকামির বিষয়ে এমন উচ্চবাচ্য করার প্রয়োজন কি? কেউ নিশ্চয় একথা তো বলে না যে, নিজের স্ত্রী, বন্ধু বা সঙ্গীর সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের আমার অধিকার রয়েছে এবং করে থাকি। এ বিষয়ে কোথাও কোন ঘোষণা হয় না বা কোন সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না।

এরপর প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি মনে করেন, জামাত আহমদীয়ার জন্য আধুনিক সমাজের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া জরুরী?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি বিশ্বাস করি যে, ধর্মের আবির্ভাব নিজের শিক্ষার উপর অনুশীলন করানোর জন্য, অপরের চিন্তাধারা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে নয়। সকল নবী সেই সময় এসেছেন যখন আধ্যাত্মিকতা বিপন্ন হয়েছে আর অনুরূপ অবস্থা বর্তমান যুগের। বর্তমানে আমরা জাগতিকতার প্রতি মাত্রারিক্তভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্ম অমানিশার শিকারে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়ে কেউ চিন্তাভাবনা করে না। একথা জামাত কেবল আহমদীয়াই বলে যে, সমগ্র মানবজাতিকে প্রকৃত স্রষ্টার দিকে টেনে আনতে হবে যাতে আল্লাহ্‌র অধিকার এবং সৃষ্টির অধিকার প্রদান করা সম্ভব হয়। অতএব আমি তো প্রত্যেকের প্রতি সহানুভুতি পোষণ করি। আমি কাউকে ঘৃণা করি না। যদি আমি কোন বিষয় অপছন্দ করি, তবে তা হল কোন ব্যক্তির কোন কাজ, সেই ব্যক্তিকে নয়। কেউ চোর বা খুনি হলে তার সেই কাজকে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখি ঠিকই, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা করি না। আমি এমন ব্যক্তির জন্য দোয়া করি যেন সে নিজের সংশোধন করে এবং যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে প্রায়ঃশ্চিত্ত করে। এটিই আমার ধর্ম এবং এই ধর্মেরই আমি প্রসার করব। অপরদিকে কুরআন করীম ঘোষণা দেয় ধর্মে কোন বলপ্রয়োগ নেই। আপনি যদি এটিকে গ্রহণ করেন তবে উত্তম, গ্রহণ না করা আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আপনি স্বাধীন। তা সত্ত্বেও আমরা সকলে মানুষ। আমরা কোন বিষয় গ্রহণ করি বা প্রত্যাখ্যান করি, কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদের সকলকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা উচিত এবং সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করা উচিত।

এরপর সাংবাদ প্রতিনিধি বলেন: পত্রিকায় আপনাকে মুসলিম পোপও বলা হয়। এবিষয়ে আপনি কি বলবেন?

আপনি যদি আমাকে মুসলিম পোপ বলতে চান তবে তা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু আমি নিজেদের পরিভাষা ব্যবহার করি তবে ক্যাথলিক পোপকে খৃষ্টান Caliph বলব। (এটি তো এক নাম মাত্র)

প্রতিনিধি সর্বশেষ প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি ক্যাথলিক পোপের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন?

কখনো পোপের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয় নি, কিন্তু পোপের কিছু কথা ও বক্তব্য আমার পছন্দ।

সাক্ষাতকার শেষে প্রতিনিধি হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানান।

সুইডিশ রেডিও-র প্রতিনিধির সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার

এরপর সুইডিশ রেডিও-র প্রতিনিধির Anna Bubekho হুযুর আনোয়ার-এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

ভদ্রমহিলা বলেন, কারো সাক্ষাত গ্রহণের সময় তাঁর সঙ্গে পরিচিতি হওয়াই আমার রীতি। আপনি নিজের পরিচয় দিন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি খোদা তা'লার এক বিনীতি বান্দা। আমি ২০০৩ সালে জামাত আহমদীয়ার সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নির্বাচিত হই, যাকে আমাদের জামাত খলীফা নামে ডাকে। আমি তখন থেকে জামাতের নেতৃত্ব দিচ্ছি।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করেন: খলীফা হওয়া কেমন অনুভুতি জাগায়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি অনেক বড় দায়িত্ব। এটি কোন রাজনৈতিক বা জাগতিক নেতৃত্বের মত নয়। নিজের অনুসারীদের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদেরকে ইসলাম, কুরআন এবং নবী করীম (সা.) -এর প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা আমার দায়িত্ব এবং সেই উদ্দেশ্য অনুসরণ করা যা নিয়ে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা আবির্ভুত হয়েছিলেন। আর সেই উদ্দেশ্য হল, মানবজাতিকে প্রকৃত স্রষ্টার নিকটে নিয়ে আসা এবং তাদেরকে সৃষ্টির অধিকার প্রদানের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা।

ভদ্রমহিলা বলেন, পৃথিবীতি কোটি কোটি আহমদী মুসলমান রয়েছেন। আপনি বছরে কতবার সফর করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদিও আমি সফর করি, কিন্তু একথা বলতে পারি না যে, অনেক আহমদীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। আমি পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, ভারত, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সফর করেছি যেখানে আমি জামাতের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। বিগত ১৩ বছরে আমি এই সমস্ত দেশের সফর করেছি। আপনি বলতে পারেন যে, বছরে দুই তিন মাস আমি বাইরে কাটাই।

ভদ্রমহিলা বলেন: এমন কোন দেশও আছে যেখানে আপনি যান নি?

হুযুর বলেন: অনেক দেশ আছে যেখানে আমি কখনও যাই নি। ইন্ডোনেশিয়ায় আমাদের জামাতের অনেক সদস্য রয়েছেন, সেখানে আমি কখনও যাই নি। মালেয়েশিয়াতেও আমাদের জামাত রয়েছে, সেখানেও আমি যাই নি। অনুরূপভাবে দক্ষিন আমেরিকাতে আমাদের জামাতের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমি সেখানেও যাই নি। পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি দেশে যাই নি। সিরালিওন, লাইবেরিয়া এবং আইভোরি কোস্ট যাই নি। মধ্য-পূর্বের দেশগুলিতে আমাদের জামাত রয়েছে, কিন্তু আমি সেখানে যেতে পারি না। পাকিস্তানে আমাদের জামাতের বিরাট সংখ্যক সদস্য রয়েছে, যেখানে খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে বসবাস করতাম, খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর সেখানে যেতে পারি না। কেননা, সেখানে এমন আইন রয়েছে যার কারণে আমরা সেখানে নিজেদের ধর্মমত প্রকাশ ও প্রচার করতে পারি না।

ভদ্রমহিলা বলেন: আপনার মতে আহমদী মুসলমানদের জন্য সব থেকে বড় প্রশ্ন কোনটি আর আপনাদের মনোযোগ কোন দিকে রয়েছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যেরূপ আমি পূর্বেই বলেছি, আমার দায়িত্ব হল মানবজাতিকে স্রষ্টার নিকটে নিয়ে আসা আর এটি কোন সাধারণ কাজ নয়। বর্তমান যুগে মানুষ ধর্মের পরিবর্তে জাগতিকতার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। আমার এও দায়িত্ব যে, মানুষ যেন পরস্পরের অধিকার আদায় করে। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পরস্পরের অধিকার প্রদান করবে ততক্ষণ আপনি শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না। যদি প্রত্যেকে নিজেদের উপর অর্পিত অপরের অধিকার প্রদান করে, তবে ঝগড়া বিবাদের পরিস্থিতির কোন সুযোগই থাকে না।

ভদ্রমহিলা বলেন: এই আঙ্গিকটি ব্যাপক ও বিস্তৃত। আপনি কি কোন বাস্তব উদাহারণ দিতে পারেন যা নিয়ে আপনারা কাজ করছেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের লক্ষ্যএটিই আর এই উদ্দেশ্যে গোটা পৃথিবীতে কাজ হচ্ছে। একটি হল প্রচার কাজ অর্থাৎ গোটা পৃথিবীতে আমরা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার প্রচার করছি যা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে এবং ইসলামের পয়গম্বরের আদর্শে আমরা দেখেছি। আর দ্বিতীয়ত আমরা মানবতার সেবা করছি। যে কাজ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে করা হচ্ছে। যেমন- আমরা স্কুল হাসপাতাল এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করছি। তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশে বিশেষ করে আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে পানীয় জলের সংকট রয়েছে। এছাড়াও আমরা আরও এই ধরণের অনেক মানব-কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু রেখেছি যার মধ্যে আদর্শগ্রাম নির্মাণ প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত। এই ধরণের আরও কাজ রয়েছে। আমি জানি না যে নির্দিষ্টভাবে আপনি কি জানতে চাইছেন।

ভদ্রমহিলা বলেন, আমার বলার উদ্দেশ্য হল এমন বিষয় যেগুলির উপর আপনারা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন।

হুযুর বলেন: তবলীগ বা প্রচারের কাজ। ইসলামের শিক্ষা প্রচারের কাজ রয়েছে। এরপর রয়েছে মানব-কল্যাণমূলক কাজ। এই দুটি কাজই আমাদের মনোযোগের মূল বিন্দু।

এরপর ভদ্রমহিলা বলেন: মার্চ মাসে গ্লাসগোতে এক আহমদী মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। আপনি কি বলতে পারেন এই ঘটনা ব্রিটেনে জামাত আহমদীয়ার উপর কি প্রভাব ফেলেছে?

হুযুর বলেন: আপনি অবগত আছেন যে, ইউরোপিয়ান দেশসমূহে এবং যুক্তরাজ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। একটি হত্যার ঘটনা ঘটেছিল। হত্যাকারীকে পুলিস গ্রেফতার করেছে আর এখন সে জেলে। সে শাস্তি পাবে। সেখানকার সরকার এবং সমাজ আমাদেরকে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 5 Jul, 2018 Issue No.27

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

নিরাপত্তা দিচ্ছে। এমনকি কিছু মুসলমান জামাতও আমাদের জন্য সমবেদনা ব্যক্ত করেছে। এখন জানি না তারা সরকার এবং মিডিয়ার চাপে এমনটি করেছে না কি মানুষের চাপে। যাইহোক এটি জামাত আহমদীয়ার জন্য একটি ক্ষতি ছিল, এর দ্বারা যুক্তরাজ্যে কোন ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় নি।

ভদ্রমহিলা বলেন: হত্যার এই ঘটনার পর আপনাদের মসজিদে কি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে?

হুযুর বলেন: নিরাপত্তা অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি কিছু কিছু এলাকায় যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি সেখানে পুলিস নিজেই আমাদেরকে নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা বলেছে।

ভদ্রমহিলা বলেন: আপনি কি মনে করেন, ভবিষ্যতে এই নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করতে হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি নিশ্চয় জানেন যে, পৃথিবীর পরিস্থিতি কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। আর এটি কেবল আহমদীদের নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, প্রত্যেকের নিরাপত্তার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কট্টরবাদীদের এই ধারা কিছুকাল এইভাবে অব্যাহত থাকলে আপনি নিজেও নিরাপদ থাকবেন না। এখনও পর্যন্ত ইউরোপে সার্বজনীন স্থানে আহমদীদের উপর আক্রমণ হয় নি, কিন্তু প্যারিস এবং ব্রাসেলসে সার্বজনীন স্থানেও যেভাবে আক্রমণকারীরা বর্বরতার প্রদর্শন করেছে তা নিশ্চয় দেখেছেন।

এরপর ভদ্রমহিলা বলেন: মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর শিয়া-সুন্নী বিবাদও রয়েছে। আপনার জামাতের উপর এর কি প্রভাব পড়ে? এ সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

হুযুর বলেন: উগ্রবাদী মুসলমানরা সবাইকেই আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করছে। তারা আমাকে এবং আপনাকেও আক্রমণ করতে পারে। যতদূর আহমদী মুসলমানদের সম্পর্ক, আমাদের বিপদ দুই দিক থেকে। কেননা তারা মতবাদের পার্থক্যের কারণেও আমাদের বিরোধী। সুন্নীরা শিয়াদের হত্যা করছে আর কিছু স্থানে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ করছে। আর যেখানে শিয়ারা সুযোগ পায় তারাও অনুরূপ কাজ করে। কিন্তু আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমাদের দুটি মসজিদে যখন প্রায় একশ আহমদীদেরকে হত্যা করা হল সেই সময়ও আমরা কোন প্রকার প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করি নি। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করি। যদিও প্রশাসন আক্রমণের সঙ্গে জড়িত কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কতকের শাস্তি হয়েছে আর কতককে জামানতে মুক্তি দেওয়া হয়েছে আর কতককে নিরপরাধী হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সময়ও আমরা কিছু করি নি, আর না করতে পারি, কেননা দেশের আইন আমাদের বিরুদ্ধে। অতএব এটিই আমাদের রীতি আর এভাবেই আমরা সব কিছু সহন করে থাকি।

ভদ্রমহিলা বলেন: আপনি ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলেছেন, যা থেকে আমি বুঝেছি যে, আপনারা যেখানেই থাকেন সংখ্যালঘু হিসেবে থাকেন।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা পৃথিবীতে সংখ্যালঘু, কিন্তু এখানে ইউরোপে কিছু বিশেষ প্রজাতি বা ধর্মের মানুষ বাস করে যারা সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু আপনারা তো আমাদেরকে মুসলমান বলেই মনে করেন, যেমন শিয়া ও সুন্নীদেরকে মুসলমান মনে করেন। এই কারণে ইউরোপে আমরা মুসলমান হিসেবে সংখ্যালঘু, আহমদী হিসেবে নই।

ভদ্রমহিলা বলেন: একজন সংখ্যালঘু হিসেবে সবসময় এই প্রশ্ন উঠে যে, আপনি আশপাশে বসবাসারী সংখ্যাগরিষ্ঠদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে কতটা খাপ খাওয়াবেন? সম্প্রতি একজন মুসলমান রাজনীতিকের মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন না করার ঘটনা নিয়ে তৈরী হওয়া বিতর্ক সম্পর্কে আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন। আমার প্রশ্ন হল আপনার আশপাশে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রত্যাশা, বিশেষ করে মহিলাদের করমর্দন আপনাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার পথে কখন এবং কিভাবে বাধা দেয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা এখানে এবং ইউরোপে যেখানেই থাকি সেখানেই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিজেদেরকে মানিয়ে নিই। আপনি এখানে যদিও আমাদের খৃষ্টান প্রতিবেশীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, যদিও এটি একটি গ্রাম যার জনসংখ্যা খুবই কম, কিন্তু অন্যান্য গ্রাম-গঞ্জে আহমদীরা সর্বত্রই সমাজের পূর্ণ অংশ, আপনি সাংবাদিক হিসেবে বলুন, সমন্বিত হওয়ার পরিভাষা কি? আপনার আর আমার মতে সমন্বিত হওয়ার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। আমার মতে আমি যদি দেশের আইন শৃঙ্খলা মেনে চলি, দেশের প্রতি বিশ্বস্ত হই, দেশের নাগরিকদের অধিকার প্রদান করি এবং দেশের উন্নতিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করি তবে আমার মতে আমি দেশে সমন্বিত হয়েছি এবং দেশের অংশ। আর আমি রসুল করীম (সা.)-এর কথা থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি যে দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অংশ। করমর্দন করা তো কোন বিতর্কের বিষয় নয়। এটি তো সাংস্কৃতিক, প্রথাগত এবং অনেক সময় ধর্মীয় বিষয় হয়ে থাকে। আমি যদি একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হই, আর আমার ধর্ম আমাকে শিক্ষা দেয় যে, মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে তাদের সঙ্গে করমর্দন করবে না, আমার ধর্ম নির্দেশ দেয় মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করবে না এবং তাদের অনেক বেশি সম্মান কর, তবে এর মধ্যে বিতর্কের কিছু নেই। কিন্তু মিথ্যা খ্যাতির জন্য এটিকে নিয়ে বিতর্ক তৈরী করা হচ্ছে এবং অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এ বিষয়টি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি মনে করি এটি এই দেশের রীতি। আমি আপনার সঙ্গে করমর্দন না করলে তাতে সমাজের কোন ক্ষতি হয় না। এর ফলে আপনার আবেগে আঘাত লাগে না। আমার ধর্ম যদি বলে, মহিলাদের সম্মানের কারণে তাদের সঙ্গে করমর্দন করবে না, তবে সেই শিক্ষার পেছনেও কোন প্রজ্ঞা রয়েছে যা সম্পর্কে খোদা তা'লা উত্তম জানেন। আমি নিজের রীতি, ঐতিহ্য এবং শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হই আর সেই শিক্ষা যদি মেনে চলি, তবে অন্যদের উচিত আমার রীতিনীতি ও প্রথাকে বরদাস্ত করা। পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার এটিই পন্থা। আজ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা বসবাস করে আর প্রত্যেকে ধর্মের নিজস্ব রীতি রয়েছে যেগুলির সঙ্গে আমাদেরকে বোঝাপড়া করতে হবে। আপনি যদি ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে লাভবান হতে চান তবে আশেপাশের সমাজকে এই স্বাধীনতা স্বীকার করতে হবে। যদি সমাজের পক্ষ থেকে একের পর এর দাবি ওঠে তবে এক সময় এমন আসবে যখন আপনি ধর্মীয় স্বাধীনতা পাবেন না।

এরপর ভদ্রমহিলা বলেন: আপনি বলেছেন তবলীগও আপনাদের একটি লক্ষ্য। সুইডেনেও কি তবলীগ আপনার মিশনের অংশ?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: সুইডেনেও আমরা তবলীগ করছি আর কিছু সুইডিশ আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্তও হয়েছে। কেবল পাকিস্তানী বা এশিয়ানরাই আহমদী নেই, বরং সুইডেনেও এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্থানীয় মানুষরাও জামাত আহমদীয়ায় প্রবেশ করছে।

ভদ্রমহিলা বলেন: আপনার কাছে তবলীগের কাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের উদ্দেশ্য হল এই বাণী প্রচার করা। নবীরা যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হন তারা এই উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন যেন মানুষকে খোদা তা'লার বাণী পৌঁছে দেন। যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমাদের কাজ হল মানবজাতিকে স্রষ্টার নিকটে নিয়ে আসা। অতএব তবলীগের কাজ অসাধারণ গুরুত্ব বহন করে। যারা দেখে যে আমাদের শিক্ষা ভাল তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই কারণেই লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর আমাদের জামাতে প্রবেশ করছে। এমনকি এখানে জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য অংশে অনেক মানুষ আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

ভদ্রমহিলা বলেন: তবলীগী কাজের বিষয়ে আরও বিস্তারিত বলুন যে এই কাজ কতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রায় ২০৭ টি দেশে আমাদের মিশন প্রতিষ্ঠিত আছে। যে দেশগুলিতে আহমদীদের সংখ্যা বেশি সেখানে দেশের প্রত্যেকটি শহর এবং গ্রামে আমাদের মিশন প্রতিষ্ঠিত। সেখানে আমাদের মসজিদ রয়েছে। আমরা নিজেদের বাণী প্রচারের কাজ করে চলেছি আর ভবিষ্যতেও করে যাব। (ইন শাআল্লাহ) যেরূপ আমি বলেছি, তবলীগের পরিণামে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর আহমদীয়াতে প্রবেশ করে। তবলীগের মাধ্যমে আমরা ইসলাম এবং কুরআন করীমের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার করছি যা পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি এবং পরস্পরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুরআন করীমে

শেষাংশ ১২ পাতায়.....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.